রাঁচি, রবিবার
23:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>191 >>09 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯১ >> << ০৯ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

ভারতের 'ম্যানগ্রোভ ম্যান' মুরুকেশন

কেরাল ঃ ভারতের কেরালা রাজ্যের এক সাবেক জেলে বন্যা ও সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে নিজ এলাকা বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগান। ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি প্রায় এক লাখ গাছ লাগিয়েছেন। কেরালার কোচির ভাইপিন দ্বীপ আরব সাগরের তীরে অবস্থিত। মুরুকেশন টি পি সেখানে থাকেন। বন্যা ও সাগরের জলের উচ্চতা বাড়ার কারণে তার এলাকার অনেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তবে মুরুকেশন সেখানেই থেকে গিয়ে পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করছেন। সৈকতের ধার ধরে তিনি নিয়মিত ম্যানগ্রোভ গাছের চারারোপণ করে থাকেন। ''এটা উপকূলীয় এলাকা। ম্যানগ্রোভের কারণে সাগরের জল এলাকায় ঢুকতে পারে না,'' বলে জানান তিনি। আট ইঞ্চি বাঁশের মধ্যে চারা রোপণ করেন মুরুকেশন। প্রথমে বাঁশ অর্ধেক করে তারমধ্যে মাটি ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ভেতরে চারা রোপণ করেন তিনি। আমৃত্যু এই কাজ করে যেতে চান মুরুকেশন।

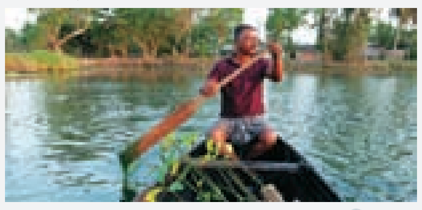

বাজার দর
SENSEX : 59655.06 +22.71
NIFTY : 17624.05 -0.40

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	20.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .12 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .21 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

আসামে যুবসংগঠনের সভানেত্রীকে বহিষ্কার করল কংগ্রেস

গুয়াহাটিঃ উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য আসামের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেত্রীকে আজ শনিবার বহিস্কার করেছে জাতীয় কংগ্রেস। বহিস্কৃত অঙ্কিতা দত্ত আসাম কংগ্রেসের যুবসংগঠনের সভানেত্রী। তিনি কয়েক দিন আগে যুবসংগঠনের জাতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভির বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন। শনিবার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি) অঙ্কিতা দত্তকে জন্য ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিস্কার করে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'আসাম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের অঙ্কিতা দত্তকে তাঁর পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য, অবিলম্বে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ছয় বছরের জন্য বহিস্কার করা হলো।' অঙ্কিতা আসামের সাবেক মন্ত্রী এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অঞ্জন দত্তের মেয়ে। বিধানসভা নির্বাচনে অঙ্কিতা কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিলেন।

শ্রীনিবাসকে নারীদের প্রতি সংবেদনহীন মন্তব্য করে অঙ্কিতা কয়েক দিন আগে টুইট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমি একজন নারীনেত্রী। আমি যদি এ ধরনের হয়রানির শিকার হই, তাহলে আমি কীভাবে অন্য নারীদের দলে যোগ দিতে উৎসাহিত করব।'

একের পর এক টুইট বার্তায় শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে ছয় মাস ধরে তাঁকে ধারাবাহিকভাবে হয়রানি করার অভিযোগ করেন অঙ্কিতা। তিনি রাহুল গান্ধীকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করার পরও শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছিলেন।

অঙ্কিতা লিখেছিলেন, 'আমার অভিযোগ সত্ত্বেও, শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত শুরু করা হয়নিআমি কয়েক মাস ধরে চুপ করেছিলামকিন্তু কেউ আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। শ্রীনিবাস তাঁর জনসংযোগের ছদ্মবেশে সব অন্যায় থেকে ছাড় পাচ্ছেন।'

এর প্রতিক্রিয়ায় শ্রীনিবাস একটি আইনি নোটিশ জারি করে অঙ্কিতার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন।

অঙ্কিতার সঙ্গে আসাম কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কয়েকবার কথাবার্তা বললেও, রাজ্যস্তরে বিষয়টির সমাধান করা

যায়নি। রাজ্য কংগ্রেসের তরফে বিষয়টি জাতীয় স্তরে জানানো হয়। অঙ্কিতা তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসতে রাজি হননি বলে রাজ্য কংগ্রেস সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়টি গত কয়েক দিনে আসামের রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। গতকাল শুক্রবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা কংগ্রেসকে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যেহেতু একটি অভিযোগ করা হয়েছে, তাই কংগ্রেস বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে না পারলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, কংগ্রেসের উচিত আসামের নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। জাতীয় নারী কমিশন এ বিষয়ে আসাম পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে একটি চিঠিও লিখেছে।

অঙ্কিতা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিতে পারেন বলেও জল্পনা চলছে আসামের রাজনৈতিক মহলে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আসামে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস ২৯টি আসন এবং প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে কংগ্রেসের অবস্থা বেশ খারাপ। আগামী দিনে আরও অনেক নেতানেত্রী কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে জল্পনাকল্পনা চলছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা ও নওগাঁও লোকসভা আসনের সংসদ সদস্য প্রদ্যত বরদলেই। যদিও তিনি এই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন। অঙ্কিতার বহিস্কার এই জল্পনা আরও উসকে দেবে আগামী দিনে।

উপসাগরে ইউএস সাবমেরিনকে জলের ওপর উঠতে বাধ্য করার ইরানের দাবি প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের

নিউ ইয়র্ক ঃ ইরানের নৌবাহিনীর কমান্ডার শাহরাম ইরানি বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেছেন, ইরানের নৌবাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাবমেরিনকে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করার সাথে সাথে জলের নিচ থেকে ভেসে উঠতে বাধ্য করেছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটনার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনটি নিমজ্জিত অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনটি প্রণালী (হরমুজ) দিয়ে যাওয়ার সময় ইরানি সাবমেরিন ফতেহ এটি সনাক্ত করে এবং এটিকে ভেসে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।এটি আমাদের আঞ্চলিক জলসীমাতেও প্রবেশ করেছিলো কিন্তু সতর্ক করার পর এটি তার গতিপথ সংশোধন করে। বাহরাইনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর ইরানের দাবিকে, অপতথ্য বলে উল্লেখ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কমান্ডার টিমোথি হকিন্স রয়টার্সকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সাবমেরিন আজ বা সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেনি। তিনি বলেন, দাবিটি ইরানের আরো অপতথ্যের মতোই একটি অপতথ্য।এটা আঞ্চলিক সামুদ্রনিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতায় কোনো প্রভাব ফেলে না। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী এই মাসের শুরুতে বলেছিলো, পারমাণবিক শক্তিচালিত, গাইডেড মিসাইল উৎক্ষেপণে সক্ষম সাবমেরিন ফ্লোরিডা পঞ্চম নৌবহরকে সহযোগিতা করতে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছে। ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে অতীতে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে। এপ্রিলের শুরুতে ইরানের নৌবাহিনী বলেছিলো, তারা উপসাগরের প্রবেশপথের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পর্যবেক্ষণ বিমানকে চিহ্নিত করে, সতর্ক করেছে। ২০১৯ সালে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের একটি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করে ইরান। তখন বলেছিলো, এটি দক্ষিণ ইরানের ওপর দিয়ে উড়ছিলো।

সেপ্টেম্বরে ভারত সফর করবেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী সেপ্টেম্বরে ভারত সফর করবেন। গত বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাইডেন প্রশাসনের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক প্রতিনিধি এমন তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর মতে, ২০২৩ সালটি ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি 'উল্লেখযোগ্য বছর' হতে যাচ্ছে।

ডোনাল্ড লু নামের ওই কর্মকর্তা বলেন, 'ভারত জি২০তে সভাপতিত্ব করছে। আর চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র এপেকে সভাপতিত্ব করছে। জাপান আয়োজন করবে জি৭। আমাদের এখানে বিপুলসংখ্যক কোয়াড সদস্য আছে, যারা নেতৃত্বে আছে। আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশগুলোকে আরও কাছাকাছি আনতে আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি হবে।' ডোনাল্ড লু আরও বলেন, 'আমি জানি, আমাদের প্রেসিডেন্ট সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। জি২০ নেতাদের সম্মেলনের অংশ হিসেবে এটি হবে ভারতে তাঁর প্রথম সফর। আগামী কয়েক মাসে কী হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে আমরা সত্যিকার অর্থে উত্তেজনার মধ্যে আছি। নতুন এ বছরটির তিন মাসের সামান্য কিছু বেশি সময় আমরা পার করেছি। ইতিমধ্যে কয়েকটি দারুণ বিষয় ঘটে গেছে।'

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনের প্রশিক্ষণের জন্য মে মাসে জার্মানিতে পৌঁছাবে যুক্তরাষ্ট্রের আব্রামস ট্যাংক

বার্লিন ঃ আগামী মে মাসে জার্মানিতে পৌঁছাবে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এম ওয়ান এ ওয়ান আব্রামস ট্যাংক। ট্যাংগুলো সেখানে পৌঁছার পর পরই ইউক্রেনীয়রা তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করবে।যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন। আগামী মাসে একত্রিশটি আব্রামস ট্যাংক জার্মানির গ্রাফেনওহর এর একটি ঘাঁটিতে পৌঁছাবে যাতে, ইউক্রেনীয়রা এই ধরণের ট্যাংক পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ১০ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করতে পারে।এর বাইরে, হাতে কলমে যুদ্ধের অনুরূপ প্রশিক্ষণ (ফোর্স অন ফোর্স ট্রেনিং) এবং রক্ষণাবেক্ষণ কোর্সগুলো অনুষ্ঠিত হবে জার্মানির গ্রাফেনওহর বা হোহেনফেলস এর অন্য একটি ঘাঁটিতে।নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একথা জানান কর্মকর্তারা। কর্মকর্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন প্রশিক্ষণে প্রায় ২৫০ জন ইউক্রেনীয় অংশ নেবেন।আর, ৩১টি আব্রামস ট্যাংক শরতের মধ্যে ইউক্রেনে সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই এগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন শুক্রবার ইউক্রেন প্রতিরক্ষা কঃটাক্ট গ্রুপের আরেকটি বৈঠকের আয়োজন করলে এই খবর প্রকাশিত হয়।বৈঠকে ৫০টির বেশি দেশের সামরিক নেতারা ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর বর্ম, বিমান প্রতিরক্ষা এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আব্রামস জার্মানিতে পৌঁছাবে, শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে অস্টিন এমন ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।অস্টিনের মতে, গত কয়েক মাসে গ্রুপের সদস্যরা নয়টি অতিরিক্ত সাঁজোয়া ব্রিগেডকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরু করার পর থেকে, যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত ইউক্রেনে ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বেশি নিরাপত্তা সহায়তা দিয়েছে। এটিকে অস্টিন একটি উস্কানিহীন এবং অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসনমূলক যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

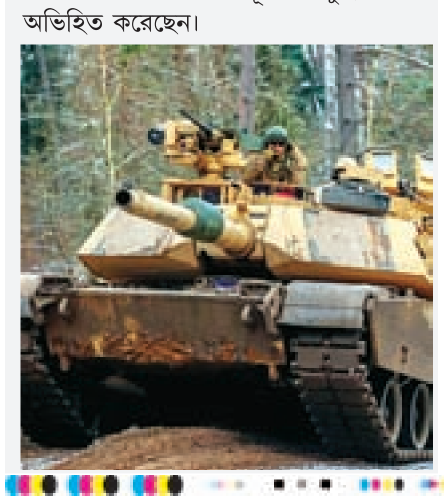

শোক

সন্ত্রাসী হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রামে অন্ধকার নেমে এসেছে

যে কারণে কাশ্মীরের একটি গ্রামে এবার ঈদ উদ্‌যাপিত হচ্ছে না

পুঞ্চ ঃ জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সানগিওতে গ্রামের বাসিন্দারা আজ শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আনন্দ উদ্‌যাপন করছেন না। গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাকে হামলায় পাঁচ সেনাসদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় শোক জানিয়ে ঈদের নামাজ পড়েছেন, কিন্তু আনন্দ উদ্‌যাপন থেকে বিরত থাকছেন।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে ট্রাকে হামলা হয়েছে, সেটির গন্তব্য ছিল সানগিওতে গ্রাম। সেদিন ওই গ্রামে ইফতারের আয়োজন ছিল। ওই আয়োজনের জন্য সেনাবাহিনীর ট্রাকটিতে করে ফল ও অন্যান্য দ্রব্য নেওয়া হচ্ছিল। পথে ট্রাকটিতে অতর্কিত হামলায় পাঁচ সেনাসদস্য নিহত হন।

সানগিওতে গ্রামে চার হাজার মানুষের বসবাস। স্থানীয় মানুষের তথ্যমতে, ওই ইফতার আয়োজনে অংশ নিতে গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিট ওই আয়োজনের তদারক করছিল।

বালাকোটের বাসুনিতে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিট থেকে ট্রাকটিতে করে এসব দ্রব্য নেওয়া হচ্ছিল। পথে ভিম্বান গলি এলাকা থেকে আরও কিছু পণ্য তোলা হয়। বেলা তিনটার দিকে ট্রাকটি টোটা গলি এলাকা পার হওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন পাশ থেকে ট্রাকটির ওপর হামলা চালায়।

গাড়িটি তখন গন্তব্য থেকে মাত্র সাত থেকে আট কিলোমিটার দূরে ছিল। হামলার পরপরই সেনাসদস্য এবং ভাট্টা দুরিয়ান এলাকার আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখান থেকে পাঁচ সদস্যের দগ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গুরুতর অবস্থায় আরেকজনকে উদ্ধার করা হয়। ওই এলাকায় ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

সানগিওতে পঞ্চায়েতের প্রধান মুখতিয়াজ খান বলেন, ইফতারের জন্য তিনিও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। গতকাল শুক্রবার মুখতিয়াজ বলেন, 'ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমাদের পাঁচ সেনা নিহত হয়েছে। কিসের আর ইফতার।'

মুখতিয়াজ আরও বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্ত্রাসী হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রামে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরাও সেখানে যেতে চেয়েছিলাম, তবে ততক্ষণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে।'

পঞ্চায়েতপ্রধান জানান, শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গ্রামবাসী কোনো ধরনের উদ্‌যাপনে অংশ নেবেন না, শুধু ঈদের নামাজ আদায় করা হবে।

এর কারণ উল্লেখ করে মুখতিয়াজ বলেন, 'নিহত সেনাসদস্যরা আমাদের গ্রামে নিযুক্ত রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটের অংশ। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।'

বন্যপ্রাণীদের গরমে কুল রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে সাফারি কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি ঃ দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি ব্যাপক গরম পড়েছে উত্তরবঙ্গেও।বাদ যায়নি শিলিগুড়িও।হাঁসফাঁসানি অবস্থা এখানেও।তবে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নন,গরমে নাজেহাল অবস্থা পশুপাখিদেরও।সেই কারণে বেঙ্গল সাফারির বন্যপ্রাণীদের গরমে কুল রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে সাফারি কর্তৃপক্ষ।গরমের হাত থেকে বাঁচতে বন্যপ্রাণীদের জন্য ঠান্ডা ফল ও আইস বারের ব্যবস্থা করেছে বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ।এছাড়াও তাদের জন্য এয়ার কুলারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।গরমের হাত থেকে বাঁচতে পাখিদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ঘর।রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও।নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড এনিম্যাল পার্ক এর ডিরেক্টর কমল সরকার জানান,বন্যপ্রাণীদের জন্য ঠান্ডা ফল ও আইস বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।পাশাপাশি তাদের জন্য এয়ার কুলারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও।গরমের জন্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার,হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারগুলির জন্য প্রতিদিন আইস বার নিয়ে আসা হচ্ছে পার্কে।আর সেই আইসবার জাপটে ধরে গরমে আনন্দ নিচ্ছে তারা।রীতিমতো বরফ খেলায় মেতে উঠেছে বেঙ্গল সাফারির হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারগুলি।বন্যপ্রাণীদের জন্য ঠান্ডা ফলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।তৃণভোজী প্রাণীদের সেই ফল দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি চিতাবাঘ,হরিণ সহ অন্য প্রাণীদের জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে।হাতির জন্যও আগে থেকেই তৈরি হয়েছে শেড। তীব্র গরমে যাতে কোনও পশু অসুস্থ হয়ে না পড়ে সেজন্য সবার উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বেঙ্গল সাফারিতে থাকা পশু চিকিৎসক নিয়মিত নজর রাখছেন বন্যপ্রাণীদের উপর।

মালদার ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত গম্ভীরা গান সারম্বরে অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ মালদার ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত গম্ভীরা গান সারম্বরে অনুষ্ঠিত হলো পুরাতন মালদার পুরসভার বাচামারি এলাকায় । বৈশাখ মাসের শুরুতেই এই গম্ভীরা গান ও বিভিন্ন ধরনের মুখা নাচের অনুষ্ঠান নানান জায়গায় হয়ে থাকে। শতাব্দী প্রাচীন পুরাতন মালদার এই গম্ভীরা শিল্প একইভাবে বৈশাখের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বাচামারী এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা সোমবার রাতে ঘটা করে এই গম্ভীরা উৎসবের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর মুখোশ পড়ে গম্ভীরা নৃত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রাতভর চলে এই উৎসব। যাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম উৎসাহ ও উদ্দীপানা ছিল।

বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার মঙ্গলচন্ডীর পুজোতে ভিড় মহিলাদের

মালদা ঃ বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার মঙ্গলচন্ডীর পুজোতে ভিড় মহিলাদের। মালদা শহরের কালিতলা এলাকায় একটি কালীমন্দিরে ভিড় জমান শতাধিক মহিলা।

পরিবারের মঙ্গল কামনা করে পুজোর পসরা নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হন মহিলারা।

এদিন সকাল থেকে কালিতলা কালী মন্দির সহ শহরের বিভিন্ন মন্দিরে ভিড় জমান মহিলারা। সারা বৈশাখ মাস ধরে সপ্তাহের মঙ্গলবার মঙ্গল চন্ডী পূজায় ব্রতী হবেন মহিলারা। পরিবারের মঙ্গল কামনা করে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোয় ব্রতী হবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য জনসাধরণকে হয়রানির অভিযোগ বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃস্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য জনসাধরণকে হয়রানির অভিযোগ বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ গত ১৬ তারিখ থেকে স্বাস্থ্য সাথীর কাজ শুরু হয় কয়েক টা কাজ করার পরে বামনগোলা ব্লকের আধিকারিকরা জানিয়ে দেয় আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড করা হবে।সেই কথা অনুযায়ী বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা দশটা থেকে পাকুয়াহাট কলেজ অডিটোরিয়ামে এসে উপস্থিত হয়।সকাল থেকে পাকুয়াহাট কলেজ অডিটোরিয়াম এসে বহু অপেক্ষা করে দেখা মেলেনি স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের কর্মীদের।অফিসের বিভিন্ন কর্মীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানিয়ে দেয় আজ কোন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করা হবেনা আজ তাদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে কার্ড করতে আসা লোকজন ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের পাকুয়াহাট এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলে।অবশেষে খবর পেয়ে বামনগোলা থানার পুলিশ ও বামনগোলা ব্লকের জয়েন ভিডিও ঘটনাস্থলে আসে প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান যে আগামী দিনগুলিতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করা হবে নিজ নিজ এলাকায়। এবং কবে কোন জায়গায় হবে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই তারা পথ অবরোধ তুলে নেন পরে যান চলা চল স্বাভাবিক হয়।

তীব্র দাবদাহে জ্বলছে শহর শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ঃতীব্র দাবদাহে জ্বলছে শহর শিলিগুড়ি।বৈশাখের শুরুতেই তাপমাত্রার পারদ চড়া রয়েছে শহরে। বিগত কয়েকদিন যাবৎ প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম পড়েছে শহরে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে শহরবাসী। গরমের ফলে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা।গরম থেকে বাঁচতে ঠান্ডা দই, আইসক্রিম, ডাবের জলের সাহারা নিচ্ছে শহরবাসী।গরম থেকে রেহাই পেতে বৃষ্টির অপেক্ষায় দিনগুনছে মানুষ।তবে বুধবার থেকেই উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার জেলাগুলিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে।বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে দু' এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পংসহ পার্বত্য এলাকার সংলগ্ন জেলাগুলিতে। শনিবার ও রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়ে পিএইচডিতে দুর্নীতির অভিযোগে সাংবাদিক সম্মেলন এবিভিপির

উত্তর দিনাজপুর ঃরায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়ে পিএইচডিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) শুভব্রত অধিকারী।এদিন এবিভিপির তরফ থেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ে কর্মরত চার অধ্যাপক পিএইচডিতে জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।স্বপন পাইন,ঝুমু সাহা,মুকুল সাহা, সঞ্জীব মন্ডল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি সেক্রেটারি দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, পিএইডি করিয়েছিলেন তৎকালীন বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি।যা একে বারেই অনৈতিক বলে দাবি করেছেন শুভব্রত অধিকারী।এছাড়া বিদেশ ভ্রমণের শর্তে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস পাল বাংলাদেশের এক ব্যক্তি এএসএম ওয়াইদুল্লাহকে পিএইচডি করতে সাহায্য করেছিলেন যা করতে সাহায্য করেছিলেন অনিল ভুঁইমালি। একজন উপচার্য তাঁর অধীনে কিকরে এই পাঁচ জনকে পিএইচডি করালেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভব্রত।আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে ওই পাঁচ অধ্যাপককের পিএইচডি বাতিলের দাবি তোলার পাশাপাশি এই দুর্নীতির তদন্তের জন্য যা যা আইনি পদক্ষেপ দরকার তা নেওয়া হবে বলে জানান শুভব্রত অধিকারী।

শিলিগুড়ি দমকল বিভাগের তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃফায়ার সেফটি উইক এর অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়ি দমকল বিভাগের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় আজ শিলিগুড়ির সদর দপ্তরে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিন সকল দমকল কর্মীরা রক্তদান করেন। জানা গিয়েছে ১৪ থেকে ২০ই এপ্রিল পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপক সপ্তাহ চলছে তাঁর অঙ্গ হিসাবেই এই শিবির।উক্ত শিবিরে সকল দমকলকর্মীরা রক্তদান করেন।উপস্থিত দমকলের আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা। এদিনের এই শিবিরে ৮০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত করা হয়।

আগুনে পুড়ে ছাই এক দিন মজুরের বাড়ি সহ নগদ চার লক্ষ টাকা, কপালে হাত দিনমজুর পরিবারের

মালদা ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত এক দিনমজুরের বাড়ি সহ নগদ চার লক্ষ টাকা।মঙ্গলবার ভোর তিনটা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিদা মুসলিম পাড়া এলাকায়।গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুশীদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।তবে আগুনে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও চারটি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন ভোরে রোজার জন্য সেহেরী খেতে উঠেছিলেন পাড়ার লোকেরা। ঠিক এই সময় প্রতিবেশী সুলতান আলীর গোয়াল ঘরে হঠাৎ আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাল।তবে আগুনের লেলিহান শিখা এতোটাই তেজ ছিল যে আগুন নেভাতে ঘন্টাখানেক সময় লেগে যায় প্রতিবেশীদের।ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরেক প্রতিবেশী তথা দিনমজুর রশিদ আলির বাড়িতে।দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ঘর।খবর দেওয়া হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে।দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ছোটো রাস্তা হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। জানা গেছে,আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে রশিদ আলির তিনটি বসত বাড়ি,রাজ্জাক আলি, সাদ্দাম হোসেন ও রেইফুল আলি র একটি রান্না ঘর এবং সুলতান আলীর একটি রান্না ঘর ও একটি গোয়াল ঘর এবং চারটি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত রশিদ আলি জানান,সুলতান আলির গোয়াল ঘর থেকে আগুন ছড়িয়েছে।এর পূর্বেও তার বাড়ি থেকে আগুন ছড়িয়েছিল বেশ কয়েকবার।কিন্তু সে এবিষয়ে সতর্ক হয়নি।এই বিধ্বংসী আগুনে তার তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এবং বাড়িতে থাকা নগদ চার লক্ষ টাকা,মজুত শস্য,আসবাবপত্র,কাপড়চোপড় ও কাগজপত্র সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।পাকা বাড়ি দেওয়ার জন্য সে টাকাগুলি জোগাড় করেছিলেন।ঈদের পরে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিত।তার আগেই সব শেষ। দিনমজুর পরিবারটি সর্বস্ব হারিয়ে পরিবারকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাই নিয়েছেন।

ফের একবার বন দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চোরাই কাঠ ও আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হল

আলিপুরদুয়ার ঃ কাঠ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে বন দপ্তরের। ফের একবার বন দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চোরাই কাঠ ও আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চলায় ফালাকাটা ব্লকের বাগানবাড়ি এলাকায়। ওই এলাকার একটি বাড়িতে ওই কাঠ গুলি লুকিয়ে রাখা ছিল। সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় বন দপ্তরের কর্মীরা। তবে ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া কাঠ গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাইকেলে ডায়নামো চালিত পাখা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলো চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র প্রিয়াংশু

আলিপুরদুয়ার ঃ ছোট্টো মাথায় মেধা খাটিয়ে তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে বাঁচতে নিজের স্কুল যাতায়াতের সাইকেলে ডায়নামো চালিত পাখা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলো চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র প্রিয়াংশু সরকার।আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বরের তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র প্রিয়াংশু।ছোটো থেকেই কারিগরি বিদ্যার প্রতি প্রচুর ঝোঁক ওই খুদে পড়ুয়ার। ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় নিজের মাথা খাটিয়েই একটি রিমোট চালিত খেলনা গাড়ি তৈরি করে ফেলেছিল প্রিয়াংশু। বাবা টিভি মেকানিক, মা গৃহবধু আর দিদি আইআইটির ছাত্রী। এবারের কর্ম শিক্ষা পরীক্ষায় ওই ফ্যান লাগানো অভিনব সাইকেল প্রিয়াংশু জমা করেছিল স্কুলে। একদিন মায়ের সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ডায়নামোর মাধ্যমে আলো জ্বলতে লক্ষ্য করেছিল সে। তখনই তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় যে, সাইকেলের ডায়নামোতে যদি আলো জ্বলতে পারে, তবে পাখা কেনো ঘুরবে না? ব্যাস তখন থেকেই ডায়নামোর খোঁজে বায়না জুড়ে দেয় বাবার কাছে। বাবাও ছেলেকে উৎসাহ দিতে জুটিয়ে দেন একটি সাইকেলের ডায়নামো। তারপরেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রিয়াংশু তৈরি করে ফেলে নিজের পছন্দের সাইকেলের জন্য ডায়নামো চালিত ফ্যান। স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রখর রোদ থেকে ওই মেধাবী পড়ুয়াকে খানিকটা হলেও স্বস্তি যোগায় ওই পাখা। তার ওই উদ্ভাবনী শক্তির কথা পৌঁছে যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মণের কাছে। ছুটির দিন হলেও তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে ছুটে আসেন ওই খুদে পড়ুয়ার কারিগরি দেখতে। তাকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখে তারিফ করেন পরিতোষ বাবু। গ্রামীন এলাকার একটি স্কুল ছাত্রের কারিগরি কৌশল চাক্ষুষ করে মুগ্ধ হন তিনি। ভবিষ্যতে প্রিয়াংশু যাতে আরও উন্নতি করতে পারে সেই কারনে তাকে উৎসাহিত করেন চেয়ারম্যান। ছাত্রের ওই নতুন উদ্ভাবনী শক্তি লক্ষ্য করে আপ্লুত স্কুলের দিদিমনি মাষ্টার মশাইরাও।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পুলিশি হয়রানির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ মৃতার পরিবারের সদস্যাদের

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভানুকুমারী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুটি জোরাই মোড় এলাকায় গত ১৭ই এপ্রিল শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে গৃহবধূকে গাছে বেঁধে মারধর এবং পরবর্তীতে বিষ খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর তাকে নিয়ে আসা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। মৃত ওই গৃহবধুর নাম লাভলি বিবি। পরবর্তীতে মৃতার পরিবারের তরফ থেকে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে যান বক্সীরহাট থানায়।কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের হয়রানি করার অভিযোগ তোলেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। তারই প্রতিবাদে আজ অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল তুফানগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের শালবাড়ি এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলা এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় বিক্ষোভ।

১৭ এবং ১৮ই এপ্রিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে উপলক্ষে ভোপালে দুই দিনের অনুষ্ঠানের আযজেন করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ১৭ এবং ১৮ই এপ্রিল ইউনেস্কো দুদিনের অনুষ্ঠানের আযজেন করেছে। যেখানে উত্তরবঙ্গ থেকে অংশগ্রহণ করেন পরিবেশবিদ রাজ বসু। এই বিষয়ে রাজ বসু বলেন, ইউনেস্কো ৫০ বছর পূর্ণ করেছে।বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের এই বিশেষ কর্মশালায় বলা হয়েছিল কীভাবে আমরা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে আগামী ৫০ বছরে হাঁটতে পারি। তিনি বলেন, বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জীবন্ত ঐতিহ্যকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, কীভাবে আমাদের পৃথিবী ও আমাদের জল নিরাপদ থাকে, এই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে অনুষ্ঠানে।

ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক

রোজগেরে সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল পরিবারের কপালে, খুশির ঈদের আগে মুখ থেকে চলে গেছিল হাসি, সেই সময় ত্রাতা হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সাহায্য করলেন বুলবুল মাস্টার, ধন্যবাদ জানালো পরিবার

মালদা ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতো শ্রমিক হিসেবে।কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ভেঙে যায় পা এবং কোমর। গুরুতর ভাবে আহত হয়। এদিকে বাড়িতে এক প্রতিবন্ধী ভাই এবং পাঁচ বোন।বাবা দিন মজুরের কাজ করে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিপাকে সারা পরিবার।মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সকলে। সামনে খুশির ঈদ।কিন্তু হাসি চলে গেছে এই পরিবার থেকে।এবার অসহায় সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ালো শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা। বাড়িয়ে দিল আর্থিক সাহায্যের হাত। ভবিষ্যতেও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর কুমেদপুর এলাকার ক্লাব পাড়ার বাসিন্দা ফাজার আলী।তার দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে।এক ছেলে শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী। আরেক ছেলে মহম্মদ সামাউন কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করত। কিছু দিন আগে কাজ করতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় পা এবং কোমর। শরীরের অন্যান্য অংশেও গুরুতর অভাবে আঘাত পায় সে। আর হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় বিপাকে পড়ে যায় সারা পরিবার।কারণ পরিবারের রোজগেরে সদস্য হলেন সামাউন। কেরালা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তাকে।কি ভাবে হবে চিকিৎসা কি ভাবে তার পরিবার চলবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় সকলে। সেই সময় ত্রাতা হয়ে পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালেন বুলবুল মাস্টার। সুলতান নগরের বাসিন্দা বুলবুল খান এলাকার তৃণমূল নেতা। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।বুলবুল মাস্টার নামেই এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত তিনি। এদিন বুলবুল খান এসে পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করেন।আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।ভবিষ্যতে সব রকম ভাবে পাশে থাকারও আশ্বাস দেন।আর এই আশ্বাস অনেকটাই স্বস্তিতে পরিবারের লোকেরা। বুলবুল খানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার লোকেরাও। শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা বুলবুল খান বলেন, আমরা কিছুদিন আগেই খোঁজ পেয়েছিলাম। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। আজ এসে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করলাম। ছেলেটি আগে সুস্থ হয়ে যাক। এরা যাতে ভবিষ্যতে সমগ্র সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পায় সেই বিষয়ে দেখব। ফাজার আলী বলেন, আমার ছেলে কেরালায় কাজ করত। সেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো নয়। বুলবুল মাস্টার এসে আজ সাহায্য করলেন। আমরা এতে খুশি। প্রসঙ্গত করোনা আবহ হোক বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলাকার মানুষের পাশে রাজনীতির রং না দেখে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছেন বুলবুল খান।বুলবুল খানের কাছে রাজনীতি মানেই সমাজসেবা। তাই এলাকাবাসীর মনে বিশ্বাস বিপদে পড়লে বুলবুল মাস্টার আসবেই। বুলবুল মাস্টারও কখনো তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নি।

গরমের হাত থেকে বাঁচতে অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীদের

কোচবিহার ঃ প্রচন্ড গরমে নাজিহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রের পরিবহন সংস্থার কর্মীদের। গরমের হাত থেকে বাঁচতে অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীদের। আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার বাস টার্মিনার্সের অফিসে অ্যাকাউন্ট সেকশন এবং অন্যান্য কর্মীরা কাজ বন্ধ করে অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে অবস্থানে বসে। তাদের অভিযোগ অফিসে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা একদম নেই। অফিসের ফ্যান থাকলেও প্রচন্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা কর্মীদের। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানিও কোন লাভ হয়নি। তাই অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে আজ অবস্থানে বসে তারা।

প্রাচীনতম রীতিনীতি মেনে আনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্র দেবের পুজো

মালদাঃ ইন্দ্র মহারাজ পুজোই মাতলেন মথুরাপুর অঞ্চলের ধনরাজ গ্রামের বাসিন্দারা।বহু প্রাচীনতম এই ইন্দ্র দেবের মন্দির।আজও প্রাচীনতম রীতিনীতি মেনে আনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্র দেবের পুজো।মালদা জেলার মধ্যে একমাএ ইন্দ্র দেবের প্রাচীনতম মন্দির রয়েছে মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধনরাজ গ্রাম এলাকায়।প্রতিবছরি নববর্ষের পরের দিন সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় ইন্দ্রদেবের পুজো।কথিত রয়েছে,ধনরাজ গ্রামটি মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকা।প্রায় কয়েক বছর আগে গঙ্গার কোন এক খাঁড়িতে নির্ভর করে এই গ্রামের বাসিন্দারা জীবিকা নির্বাহ করত।কিন্তু কোন এক কারনে সেই খাঁড়ির জল শুকিয়ে পরে ফলে প্রচুর সমস্যার দেখা দেয়।সেই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের আশায় এই ইন্দ্র দেবের পুজো করে এবং বৃষ্টি শুরু হয়।এবছরও হয় ইন্দ্র দেবের পুজো পাশাপাশি পুজোর দিন বৃষ্টিপাতের কামনা করেন মৎস্যজীবীরা।যাতে তীব্র দাবদাহ থেকে রক্ষা পায় এলাকাবাসী।এই পুজোয় অংশগ্রহন করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা।এদিন পুজোই অংশগ্রহন করেন দক্ষিন মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র মন্ডল।এছাড়াও মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌমদীপ সরকার।এই পুজোকে কেন্দ্র করে বসে বিশাল জমজমাট মেলা।সব মিলিয়ে মিলন উৎসবে পরিনত হয় গোটা এলাকা।

জার্মানি গাসলিন চেইন করাত সহ গাইড বার সহ এক যুবক গ্রেফতার

আলিপুরদুয়ার ঃ ইন্ডিয়ান নয়,উদ্ধার হল জার্মানি গাসলিন চেইন করাত সহ গাইড বার।পাচারের আগেই ধরা পড়ল পুলিশের জালে।গ্রেফতার হল নিরাজ কুমার শা নামে জয়গাঁ এলাকার এক যুবক।গ্রেফতার করল মাদারিহাট থানার পুলিশ। করাত গুলি চোরা পথে ভুটান থেকে আনা হচ্ছিল।শেষ রক্ষা হল না। ধরা হল হলঙ যাত্রী প্রতিক্ষালযের ৪৮ নং এশিয়ান হাই ওয়ে থেকে। মাদারিহাট থানার ওসি গৌরব হাসদা জানান গোপব সূত্রে খবর পেয়ে,১০ টি চুরি হওয়া জার্মানি সাইন করাত সহ জয়গাঁ বাসিন্দা নিরাজ কুমার কে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয় বলে তিনি জানান।

আলিপুরদুয়ার কৃষক বাজারে সুফল বাংলা বিপণনী কেন্দ্রের উদ্ভোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের কৃষক বাজারে মঙ্গলবার সুফল বাংলা বিপণনী কেন্দ্রের উদ্ভোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এছাড়া এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা সহ বিশিষ্টজনেরা ।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান এই সুফল বাংলা বীপণনি কেন্দ্রে ফলে একদিকে যেমন কৃষকরা উপকৃত হবে ওপরদিকে ক্রেতারা ও উপকৃত হবে। এবং এই সুফল বাংলার খুব চাহিদা রয়েছে।

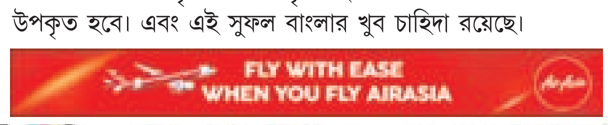

সাত বিশ্বনেতা ঃ কোন খাবার, কোন পানীয় তাঁদের পছন্দ

কলকাতা ঃ তাঁরা কোন ডিজাইনারের পোশাক পরেন, অবকাশ কাটানোর জন্য কোথায় যান, খোলা প্রান্তরে ব্যায়াম করেন নাকি ইনডোরে, কুকুর পোষেন কি পোষেন নানানা উপায়ে একজন বিশ্বনেতার মনোজগৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে ভেতরটা জানার অন্যতম সেরা উপায় সম্ভবত খাদ্যখাবার। খাবার হিসেবে তাঁরা কী খেয়ে থাকেন, কোন খাবার, কোন পানীয়, কোন ডেজার্ট তাঁদের পছন্দ, এটা জানা সম্ভবত একজন ব্যক্তিমানুষকে বোঝার অন্যতম বড় উপায়। তাঁদের পছন্দের কিছু খাবার সত্যিই মজাদার, আবার কিছু খাবার সম্পর্কে জানলে আপনি বিস্মিত হবেন।

কয়েকজন বিশ্বনেতার পছন্দের খাবার সম্পর্কে জানা যাক। প্রথম আলো অনলাইনের পাঠকদের জন্য এ লেখা প্রস্তুত করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ৮০। একধরনের ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। মার্চ মাসে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীর থেকে ক্ষতিকর টিস্যু অপসারণ করা হয়েছে। তবে আগে থেকেই স্বল্পাহারী বাইডেন। স্যুপ ও সালাদ দিয়ে দুপুরের খাবার সারেন। আর রাতের খাবার হলো মারিনারা সস দিয়ে পাস্তা। মারিনারা সস একধরনের টমেটো সস, বানানো হয় টমেটো, রসুন, হার্ব ও পেঁয়াজ দিয়ে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের উইলমিংটনের মানুষ। বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই তিনি ওয়াশিংটন ডিসির বাসিন্দা। সেখানে বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁয় তাঁর যাওয়া হয়। তবে সাধারণত ইতালীয় খাবার বা পিৎজা অর্ডার করে থাকেন। বাইডেনের হাতের নাগালে কেচাপ, পিনাট বাটার, জেলি, স্লাইসড চিজ, অরেঞ্জ গেটোরেড থাকতেই হবে। বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল দুজনেরই নানা ব্র্যান্ডের আইসক্রিম বিশেষ পছন্দের। বিশেষ করে ওহিও অঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলম্বাসের জেনি'স এসপ্লেনডিড আইসক্রিম দোকানটিতে তাঁরা ঢুঁ মেরে থাকেন। পুনরায় বলতে হয়, খাদ্যখাবার নিয়ে বিশেষ কোনো অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন না প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

পুতিনের পছন্দ টমেটো, শসা আর লেটুস

টেস্টিংটেবিল ডটকম জানাচ্ছে, আইসক্রিম পছন্দ করা কোনো বিশ্বনেতার নাম যদি বলতে হয়, তবে সবার আগে আসবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথা। এমনিতে জীবনচর্চায় কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার জন্য পরিচিত তিনি। পুতিনের সকালটা শুরু হয় একটু দেরিতে। কারণ, তিনি বেশ রাত অবধি কাজ করেন। সকালে উঠে ভারোত্তোলন করতে করতে রাশিয়ার খবরগুলো দেখা, এরপর দুই ঘণ্টা সাঁতার তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন। নাশতার পরে তিনি কফি ও জুস পান করেন। রন্ধনবিষয়ক লেখিকা আনিয়া ফন ব্রেমজেন জানাচ্ছেন, তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও পুতিন আইসক্রিম খেয়ে থাকেন। তাঁর প্রিয় ফ্লেবার হলো পিসটাশিও। ২০১৯ সালে রাশিয়া সফরকালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে তিনি আইসক্রিম দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন, এমন তথ্য অনেকেরই জানা। ওই বছরই জন্মদিনের উপহার হিসেবে তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে আইসক্রিম পাঠিয়েছিলেন।

ডেজার্টের কথা জানা গেলেও সকাল দুপুর রাতে ভারী খাবার হিসেবে পুতিন কী খেয়ে থাকেন, তা জানা যায় না। এটা একেবারেই গোপনীয় বিষয়। তবে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা প্রাভদা কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে জানায়, বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়ক পুতিনের খাবারের তালিকায় টমেটো, শসা ও লেটুসের আধিক্য থাকে। কেফির নামে দুধের তৈরি একটি পানীয় তাঁর বিশেষ পছন্দ। রুশ প্রেসিডেন্ট সাধারণত অ্যালকোহল ও মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলেন।

স্ত্রীর পছন্দের বাইরে যান না মাখোঁ

ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলতে গেলে দুটির বেশি শব্দ খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না। তা হলো খাবার অবশ্যই ফরাসি হতে হবে। ম্যাশড ডটকম জানাচ্ছে, ২০১৭ সালে এলিসি প্রাসাদের প্রধান শেফ একবার তথ্য প্রকাশ করেন, প্রেসিডেন্টের খাবার টেবিলে ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো খাবার পরিবেশন করা হয় না। ব্যতিক্রম বলতে শুধু কফি। এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হলো ফলমূল, শাকসবজি এবং দুগ্ধজাত খাবার। আর মাখোঁর নিজের পছন্দের খাবারটি হলো কর্ডন ব্লিউ। এটি ব্রেড ও চিজ দিয়ে মোড়ানো একটা মাংসের পদ। সে মাংস হতে হবে কচি বাছুর বা শূকরের। গার্ডিয়ান জানাচ্ছে, খাবারের ব্যাপারে মাখোঁর স্ত্রী ব্রিজিতের কড়াকড়ি রয়েছে।

এর বাইরে ফরাসি প্রেসিডেন্টের পছন্দ কেবল ওয়াইন। তাঁর ভাঁড়ারে ওয়াইনের বোতলের সংখ্যা অন্তত ১৪ হাজার। বলার অপেক্ষা রাখে না, সব ওয়াইনই ফরাসি সুবাসিত। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো সতের্ন নামে যে ওয়াইনটি, সেটি বানানো হয় ১৯০৬ সালে।

ট্রুডোর পছন্দ এশীয় খাবার

২০১৫ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জাস্টিন ট্রুডোর ব্যক্তিগত অনেক বিষয় সামনে আসে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন আগে ওই বছরই হাফিংটন পোস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পছন্দের খাদ্য খাবার নিয়ে কথা বলেন ট্রুডো। তিনি কখনো কফি পান করেন না। পছন্দ করেন এশীয় খাবার। আর ওয়াইনের বদলে তাঁর পছন্দ বিয়ার। মন্ট্রিলের সাকুরা গার্ডেন তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁ। সাকুরা গার্ডেন একটি জাপানি রেস্তোরাঁ, যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা নরিকো ইশি, যিনি ছিলেন একজন শেফ।

২০১৯ সালে 'প্রেস গ্যালারি ডিনারে' ট্রুডো বলেন, সুশি তাঁর প্রিয় খাবার। তিনি এটাও বলেন, চায়নিজ খাবার তাঁর অনেক পছন্দ। তবে তাঁর বক্তব্য কৌতুকের মতো শোনালেও তেমন বিতর্কের জন্ম দেয়নি। কারণ, অনেকেই জানেন সুশি জাপানি খাবার হলেও এর শিকড় চীনের মাটিতেই প্রোথিত।

কিশিদার পছন্দ ওকোনোমিয়াকি

জাপানের প্রধানমন্ত্রী এলডিপি নেতা ফুমিও কিশিদা ততটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন না। কিন্তু ২০২১ সালে নির্বাচনের রাতে টুইটারে খাবারের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি। ছবিটিতে সাড়ে তিন লাখ লাইক পড়ে। ছবিটি দিয়ে কিশিদা লেখেন, 'যখন আমি বাসায় থাকি, আমার স্ত্রী আমার জন্য ওকোনোমিয়াকি তৈরি করেন। কারণ, খাবারটি আমি পছন্দ করি।'

ওকোনোমিয়াকি একটা সুস্বাদু প্যানকেক। এটি তৈরি করার প্রধান দুটি উপাদান হলো বাঁধাকপি ও আটা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডিম ও শূকরের মাংস। ভাজার পর কেকের ওপরে হালকা মিষ্টি সস দেওয়া হয়। তবে ওসাকা, হিরোশিমা, স্থানভেদে খাবারটি তৈরির উপকরণের রকমফের ঘটে।

হিরোশিমায় জন্ম নেওয়া কিশিদার বাবাও এলডিপির নেতা ছিলেন। কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্রে। কিশিদার স্কুলজীবন কেটেছে যুক্তরাষ্ট্রেই। তবে তাঁর পশ্চিমা কোনো পছন্দের খাবারের কথা বিশেষ জানা যায় না।

সন্ধ্যার পরে ভারী কিছু খান না দালাই লামা

বেশির ভাগ মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তার আগেই দালাই লামার নাশতা করা হয়ে যায়। সকালে তিনি পরিজ, ব্রেড, চা ও সামপা খেয়ে থাকেন। বার্লির সঙ্গে ইয়াকের দুধ মিশিয়ে তৈরি করা হয় সামপা। সাধারণত সন্ধ্যার পরে ভারী কিছু খান না তিব্বতের এই আধ্যাত্মিক নেতা। দুপুরে খেয়ে থাকেন নুডলস স্যুপ। এই খাবারের বড় ভক্ত তিনি। সন্ধ্যায় পান করেন কেবল চা।

দালাই লামা ১৯৫৯ সালেই ভেজিটেরিয়ান ডায়েট বেছে নেন। কারণ, বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাসমতে প্রাণী হত্যা মহাপাপ। কিন্তু পুরোপুরি নিরামিষাশী ডায়েট তিনি অনুসরণ করতে পারেন মাত্র ২০ মাস। এরপরই তিনি হেপাটাইটিস ও গলব্লাডারের রোগে আক্রান্ত হন। তখন চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে আবার মাংস খাওয়া শুরু করতে হয়। ২০১০ সালে এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দালাই লামা বলেন, সপ্তাহে খুব কম সময়ই তিনি মাংস খেয়ে থাকেন। বেশির ভাগ সময়ই তিনি নিরামিষ খাবার খান।

দালাই লামা একবার নিউজ কমেডিয়ান জন অলিভারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মঙ্গোলিয়া থেকে অ্যালকোহল হটাতে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। সেটা গত শতকের '৯০ সালের কথা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল। প্রতিবেশী দেশগুলোতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। মঙ্গোলিয়ায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেল ২৫০ শতাংশের ওপরে। মঙ্গোলিয়ানরা তবু রাশিয়ান ভদকা ছাড়ে না। তখন তিনি তাদের ভদকা ছেড়ে ঘোড়ার দুধ পানের পরামর্শ দিলেন। এটা তারা গ্রহণ করল।

প্রকৃতপক্ষে দালাই লামা তাদের এইরাগ নামে একটি পানীয় পানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরি এই পানীয় মধ্য এশিয়ার যাযাবরেরা শত শত বছর ধরে পান করে আসছে। এর মধ্যেও অ্যালকোহলের উপাদান আছে, তবে ভদকার মতো ততটা তীব্র নয়। ভদকার মধ্যে যেখানে অ্যালকোহলের উপাদান ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ, এইরাগে তা মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ।

এই হলো সাত বিশ্বনেতার খাদ্যাভ্যাস। আশা করি লেখাটি পাঠের মধ্য দিয়ে এই সাত বিশ্বনেতা ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কেমন, সে সম্পর্কে পাঠকদের কিঞ্চিৎ ধারণা তৈরি হয়েছে।

কিম জং‌উনের চিজ আসে সুইজারল্যান্ড থেকে

উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং‌উন ব্যক্তিগত অনেক কিছু গোপন রাখলেও পছন্দের খাবারের কথা সব সময় খোলাসা করেছেন। সাধারণত উত্তর কোরীয়রা ভাত, কিমচি (বিভিন্ন শাকসবজি দিয়ে তৈরি একটি পদ), তফু, সবজি খেলেও কিম জং‌উনের তা রোচে না। বিদেশি খাবারই তাঁর পছন্দ। তাঁর পছন্দের একটি খাবারের নাম ইমেনটাল। হলুদ রঙের এ চিজ আসে সুইজারল্যান্ড থেকে। এর বাইরে সুশি এবং টুনা মাছের চর্বিবহুল পেটের অংশ দিয়ে তৈরি একধরনের রোল তাঁর পছন্দ।

পানীয়র ক্ষেত্রে ব্রাজিলিয়ান কফি জং‌উনের বিশেষ পছন্দ। অ্যালকোহলযুক্ত কিছু পানীয়ও কোরীয় নেতার পছন্দ, সে কথা তিনি কখনো গোপন করেননি। তাঁর পছন্দের পানীয়র মধ্যে রয়েছে রুশ ভদকা, ক্রিস্টাল শ্যাম্পেন, হেনেশি কগন্যাক ও বর্ডিয়াক্স ওয়াইন।

বীনাপানি সংঘর রিক্ত প্রেসিডেন্ট পদ এর নির্বাচন হল

পোটকা ঃ ২২ এপ্রিল ২০২৩ সময় সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় বীনাপানি সংঘর রিক্ত প্রেসিডেন্ট পদ এর নির্বাচন হল। রিক্ত বডি কমিটির পদ নির্বাচিত হয়। তারপর বিশেষ বিশেষ বিন্দু উপর জোর দেয়া হয় ।মহাপুরুষের জীবনী পালন করা। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা ও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা। এবং শনিবার রবিবার সন্ধ্যা ৫ টা থেকে ৭ টা পর্যন্ত বর্ণপরিচয় বই নব নির্বাচিত প্রেসডেন্ট পদ্মাবতী গোপ মহাসয়া মহোদয় নিজের দায়িত্ব রূপে বাংলা বর্ণ পরিচয় শিক্ষাদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নিজে দায়িত্ব নেন। দিবঙ্গত প্রেসিডেন্ট রজনী গোপ্ মহাশয়ের মর্মর মূর্তি তৈরি করার প্রস্তাব প্রস্তাবিত হয় ।ও মন রাখিয়া তার মৃত্যুর শোক পালন করা হয়। তৎপশ্চাৎ বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ রক্তদান শিবির বস্ত্র বিতরণ যাত্রা বাউল গান কীর্তন। বিনা পনি বিদ্যালয়েও বাংলা বিষয়ের পোড়ানোর জন্য স্বীকৃতি হয়।

উপাধ্যক্ষ শ্রী তপন কুমার মহান্ত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সচিব শ্রী সমীর চন্দ্র দাস ও সাগর দাস, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মিডিয়া হেড নবীন গোপাল মাহাতো ও দেবু গোপ ও কোষাধ্যক্ষ ত্বরণী সেন গোপে মহাশয় কে সর্বসম্মতিতে নির্বাচন করা হয়। এই সভায় সচিব রঞ্জিত কুমার গো সংঘের সংরক্ষক শ্রী প্রমথনাথ বাগদি, কমলাকান্ত গোপ, সদস্য বসন্তকুমার দাস,বিমল কুমার দাস, সুনীল কুমার পাত্র, অনিল চন্দ্র গোপে, অসিত গোপে ও আরো অনেকে উপস্থিত থাকেন

ঈদ এবং সামনের রাজনীতি

ঢাকা ঃ জাতীয় নির্বাচনের আগে আর একটি ঈদ আছে ঈদুল আজহা। আর আন্দোলনের জন্য মূলত এই ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার মাঝখানের দুই মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ঈদকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্য এই সময়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলই। বিএনপি চাইছে দুই ঈদের মাঝখানের সময়টিকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলতে। কারণ আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে নির্বাচনমুখী একটা আবহাওয়া তৈরি হবে। জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। বিএনপি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে আগেই। তারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়। চায় আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়। আর সরকার তাদের অধীনেই নির্বাচন হবে বলে অনড় রয়েছে। বিএনপি মনে করছে নির্বাচনী হাওয়া শুরু হয়ে গেলে তাদের আঃেদালন শক্ত করা কঠিন হবে। তাই ঈদের পরই তারা নতুন কর্মসূচিতে যেতে চায়। সেই বিবেচনা থেকেই তারা রোজার মাসেও রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। ঈদকেও তারা জনসংযোগ ও আন্দোলনের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করছে। তাই অধিকাংশ নেতাই এই ঈদে যার যার নির্বাচনী এলাকায় চলে গেছেন। ঈদের পর বিশালাকারে যুগপৎ আন্দোলনের পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির। ঈদ শুভেচ্ছার মাধ্যমে সেই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন নেতারা। বিশেষ করে তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটিয়ে ওঠতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকমান্ড। অনেক কেন্দ্রীয় নেতা তৃণমূলের সঙ্গে সমন্বয় করেন না। সম্পর্কের ঘাটতির কথা তারাই হাইকমান্ডকে জানিয়েছেন আনুষ্ঠানিক বৈঠকে। বিভিন্ন এলাকায় কারাবন্দি নেতাদের নামেও ঈদ শুভেচ্ছা ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন করা হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে ঈদের উপহার দেয়া হয়েছে। আর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঈদ উপহার নিয়ে কারাবন্দি নেতা কর্মীদের পরিবারের কাছে ছুটে গেছেন নেতারা। ঈদের দিন কারাগারে আটক ৪৪৬ নেতাকর্মীর খোঁজ নিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আগেই টিম গঠন করা হয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পাজামা পাঞ্জাবি ও শাড়ি উপহার দেয়া হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে। এদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলতে গেলে নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঈদের আগে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা সবাইকে কোন্দল ভুলে এক যোগে কাজ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন তিনি নিজে দেবেন। তাই অন্য কারুর কাছে তদবির করে লাভ নেই। আর যাকে মনোনয়ন দেয়া হবে তার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। সামনের পাঁচ সিটি কর্পোারেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে এটিই বড় নির্বাচন। তাই সরকার চাইছে এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসবমুখর করতে। ফলে বিদ্রোহী প্রার্থীদের ব্যাপারে এক ধরনের নমনীয় ভাব আছে। আর বিএনপি থেকে শেষ পর্যন্ত যদি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দাঁড়ায় তাহলে হয়তো আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের ব্যাপারে কিছুটা কঠোর হবে। শেখ হাসিনা নিজে এবার রোজায় কোনো ইফতার পার্টি করেননি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে। দলের সব পর্যায়ে এটা অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো রমজান জুড়ে তারা নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এই জনসংযোগে ছিলেন। ঈদেও নেতাদের অনেকেই যার যার নির্বাচনী এলাকায় চলে গেছেন। কেন্দ্র থেকে আগেই এই নির্দেশনা দেয়া হয়। সাধ্যমত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলা হয়েছে তাদের। ঈদের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ গনসংযোগ এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি ও বিরোধীদের আন্দোলন মোকাবেলা করার কাজ করছে। বিএনপি ঈদের পর তৃণমূল থেকে কঠোর আঃেদালন শুরু করতে চাইছে। আওয়ামী লীগও তাই তৃণমূলে অবস্থান সংহত করার কাজে নেমেছে। রোজা ও ঈদকে কাজে লাগাচ্ছে তারা। পাঁচ সিটিতে মেয়র আওয়ামী লীগের যারা মনোনয়ন পেয়েছেন, তারা ঈদে ব্যাপক আয়োজন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। খাওয়া দাওয়া ছাড়াও ঈদ উপহার বিতরণেরমধ্য দিয়ে তারা নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। ওই এলাকার নেতা কর্মীরা এবার ঈদে উপহার ও হাত খরচ ভালোই পাচ্ছেন মেয়র প্রার্থীদের কাছ থেকে। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, এবারের ঈদে মানুষ অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষ ভালো নেই। তাই নেতা কর্মীদের সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সাধ্যমত তাদের সহায়তা করতে বলা হয়েছে। আমরা রোজার মধ্যেও এটা করেছি। আর যেসব নেতারা ঢাকায় থাকেন তাদের অনেকেই এলাকায় চলে গিয়েছেন। তিনি জানান, যেসব নেতা কর্মী আঃেদালন সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, কারাগারে আছেন তাদের পরিবারের পাশেও আছেন আমাদের নেতা কর্মীরা। যারা কারাগারে আছেন তাদের ঈদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আঃেদালনের মধ্যেই আছি। রোজার মাসেও আমাদের আন্দোলন কর্মসূচি ছিলো। আর এখন আমরা আরো কঠোর কর্মসূচির পরিকল্পনা করছি। আমরা সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছি। সমমনা দল ও যুগপৎ আঃেদালনের দলগুলোর সাথে কথা বলছি। ঈদের পরই আমরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করব। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এস কামাল হোসেন বলেন, আমরা রোজার সময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছি। ঈদের সময়ও আছি। বিশেষ করে যারা সংসদ সদস্য এবং যারা প্রার্থী হতে চান তারা প্রায় সবাই ঈদে যার যার নির্বাচনী এলাকায় আছেন। প্রধানমন্ত্রী ঈদের আগে দেশের সব নেতা কর্মীদের ভিডিও কলে পাঁচ ছয়টি নির্দেশনা দিয়েছেন। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাকে জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন তার জন্য কাজ করতে হবে সবাইকে মিলেমিশে। তার কথায়, এবার ঈদে নেতা কর্মীরা এলকায় জনসংযোগ ছাড়াও সাধারণ মানুষকে সাধ্যমতো ঈদ উপহার দিচ্ছেন। আগেই কেন্দ্র থেকে এব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া আছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা মাঠেই আছি। নির্বাচন পর্যন্ত মাঠেই থাকব। বিএনপি তার আন্দোলন করবে। কিন্তু আন্দোলনের নামে যদি কোনো নাশকতা বা জ্বালাও পোড়াও করে তারা, তাহলে তার জবাব দেয়া হবে।

ঈদের বিকেল থেকেই পর্যটকে মুখর সাগরকন্যা কুয়াকাটা

পটুয়াখালী ঃ রমজান মাসজুড়ে কুয়াকাটার আবাসিক হোটেল মোটেলগুলো ছিল ফাঁকা। খাবার রেস্তোরাঁতেও ভিড় ছিল না। সৈকতের চেনা কোলাহলও ছিল অনুপস্থিত। তবে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে নীরবতা ভেঙে চিরচেনা রূপে ফিরতে শুরু করেছে সাগরকন্যা কুয়াকাটা। আজ শনিবার ঈদের বিকেল থেকেই কুয়াকাটায় পর্যটক দর্শনার্থীর ভিড় দেখা গেছে। তবে দূরদূরান্তের চেয়ে নিকটবর্তী এলাকার পর্যটকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পর্যটক, কুয়াকাটা পর্যটন পুলিশ ও হোটেল মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ সারা দিন মূলত বরগুনা, আমতলী, পটুয়াখালী ও কলাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকজনই সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে এসেছিলেন। কাল রোববার থেকে দূরদূরান্তের পর্যটকেরা আসতে শুরু করবেন। ইতিমধ্যে কুয়াকাটার বেশির ভাগ হোটেল মোটেলের কক্ষ বুক হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। কলাপাড়া পৌর শহরের মাদ্রাসা সড়ক এলাকার বাসিন্দা শোয়েব মাহমুদ বলেন, 'কলাপাড়া শহরে ঈদের নামাজ পড়েছি। এরপর পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দময় সময় কাটিয়েছি। দুপুরের পর পরিবারের সবাই মিলে কুয়াকাটায় চলে আসলাম। ঈদের বিকেলটা বেশ ভালোই কেটেছে।' বরগুনার বামনা উপজেলার শহরের বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, 'কুয়াকাটায় এসে পুরো বিকেল সৈকতেই ঘুরেছি। মুড়ি চানাচুর খেলাম। তবে টুনা মাছের বারবিকিউ বেশ মজার ছিল। কাছের এলাকা হিসেবে কুয়াকাটায় এসে আমরা বরাবরই উপভোগ করি।' কুয়াকাটার লেম্বুর চর, শুঁটকিপল্লি, জাতীয় উদ্যান, রাখাইন মহিলা মার্কেট ঘুরে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ভিড় দেখা গেছে। এর মধ্যে শামুক ঝিনুকের দোকান, ফুচকা ডাব ও মাছ ফ্রাইয়ের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের আনাগোনা বেশি ছিল। কুয়াকাটার মাছ ফ্রাইয়ের দোকানদার মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, দূরের পর্যটকেরা কাল থেকে আসতে শুরু করবেন। আজ মূলত আশপাশের এলাকার মানুষজন বেড়াতে এসেছেন। ঈদের প্রথম দিনে বেচাকেনা ভালোই হয়েছে। টুনা মাছের বেশি চাহিদা ছিল। এ ছাড়া কাঁকড়া, লবস্টার, কোরাল মাছের ফ্রাইয়ের বিক্রি ভালো হয়েছে। এদিকে কুয়াকাটার হোটেল মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোতালেব শরীফ বলেন, কুয়াকাটায় অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত হোটেল মোটেল আছে ৭৪টি। এর বাইরে আছে ৫৬টি হোটেল মোটেল। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির হোটেল রয়েছে ১০-১৫টির মতো। প্রথম শ্রেণির এসব হোটেল মোটেলের প্রায় শতভাগ কক্ষ বুকিং হয়েছে। এর বাইরের হোটেল মোটেলেরও ৮০ শতাংশ কক্ষ বুকিং হয়েছে। সামনে ছুটি থাকায় এসব হোটেলের কক্ষের বুকিংও পূর্ণ হবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার কারণে কুয়াকাটায় চাপ বহুগুণে বাড়ছে বলে জানান কুয়াকাটা ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (কুটুম) সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আমির। তিনি বলেন, কুয়াকাটার একই স্থানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়, এটা হচ্ছে কুয়াকাটার প্রতি পর্যটকদের ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া কক্সবাজারের চেয়ে কুয়াকাটায় যেতে এখন সময়ও কম লাগে। তাই পর্যটকেরা ঈদসহ নানা ছুটিতে কুয়াকাটায় বেশি যাচ্ছেন। কুয়াকাটা ট্যুরিস্ট বোট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কে এম বাচ্চু বলেন, ঈদের দিন দুপুরের পর থেকেই কুয়াকাটায় দর্শনার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের অনেকেই সাগরের পানিতে গোসল করেছে। আবার কেউ কেউ ট্রলার, রেসিং বোটে চরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কুয়াকাটা পর্যটন পুলিশের পরিদর্শক হাসনাইন পারভেজ বলেন, 'ঈদের ছুটিতে কুয়াকাটায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে আমরা তৎপর রয়েছি। সৈকত, হোটেল মোটেল এলাকা এবং পর্যটন স্পটগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যটন পুলিশের ছয়টি দল কাজ করছে। সাদাপোশাকেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি দলকেও সার্বক্ষণিক থাকতে বলা হয়েছে। মোটকথা নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

সম্পাদকীয়

পুরসভার নিয়োগেও সিবিআই তদন্ত

পশ্চিমবঙ্গে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত করবে সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্ট তাদের হাতে তদন্তভার তুলে দিয়েছে। স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেনেমে ইডি পাকড়াও করে হুগলির নির্মাণ ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে। তাকে জেরা করে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে অনিয়মের তথ্য মিলেছে বলে দাবি করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের ৮০৯০টি পুরসভায় কর্মী নিয়োগের দুর্নীতিতে যুক্ত অয়ন। কলকাতা হাইকোর্টে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির শুনানিতেঅয়নের পুরযোগের তথ্য পেশ করে ইডি। তারা মুখবন্ধ খামে আদালতে রিপোর্টও দিয়েছে। শুক্রবার পুরসভা সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির নির্দেশ, ইডির রিপোর্টের সূত্র ধরে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে পারে সিবিআই। তদন্ত করে সিবিআই একটা রিপোর্ট জমা দেবে। দুর্নীতির জাল অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে।'' সিবিআই আইনজীবী আদালতে জানান, তারা তদন্ত করতে প্রস্তুত। এই তদন্তে রাজ্য প্রশাসনকে সহযোগিতার নির্দেশ দেন বিচারপতি। তার বক্তব্য, ''তদন্তের জন্য রাজ্য পুলিশকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। ডিজি এবং মুখ্য সচিবকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে।'' নির্দিষ্ট কোনও পুরসভা নয়, সামগ্রিকভাবে রাজ্যব্যাপী পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে চলে গেল। ২৮ এপ্রিল পুর মামলার পরের শুনানি। সেদিন তদন্তকারীদের প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে বলেছে আদালত। এই নির্দেশ দিতে গিয়ে রাজনীতিকদের সম্পর্কে ক্ষোভ শোনা গিয়েছে বিচারপতির মুখে। তার ভাষায়, ''সাধারণ মানুষ মাত্র ১০ হাজার টাকা আয় করতে হিমশিম খাচ্ছেন। ১০ হাজার টাকা উপার্জনের জন্য খেটে মরছেন। আর একএকজনের কাছে এত এত টাকা! স্কুল ও পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অয়নের সংস্থা এবিএস ইনফোজেন বিভিন্ন পুরসভার নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। জেলায় জেলায় এজেন্টদের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে নিয়োগের জন্য টাকা নেয়া হত। বেআইনি ভাবে শুধু অয়ন ৩৫০ কোটি টাকা তুলেছেন বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। এই বিপুল টাকার লেনদেন নিয়ে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করেছে আদালত। শুক্রবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের কাছে এত টাকা আসে কোথা থেকে? একাংশ রাজনৈতিক নেতাদের কাছে কোটি কোটি টাকা! এইসব নেতাদের ছুঁলেই কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ, অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে দুর্নীতির যোগ খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই মামলায় পার্থ ছাড়াও গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের দুই বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও জীবনকৃষ্ণ সাহা। বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের মোবাইলে নজর তদন্তকারীদের। শনিবার কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির দুই শীর্ষ আধিকারিক কলকাতার নিজাম প্যালেসে আসেন মোবাইলের তথ্য উদ্ধারের জন্য। বিধায়ক মোবাইল দু'টি পুকুরের ফেলে দেয়ার পর তা উদ্ধার করা হয়। ফোনগুলি চালু করা গেলেও কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে সূত্রের খবর। তাই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা বিশেষ সরঞ্জাম নিয়ে উড়ে এসেছেন দিল্লি থেকে। তৃণমূলের আর এক বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। শুক্র ও শনিবার মিলিয়ে তাপসের নদিয়ার বাড়িতে সাড়ে ১৪ ঘণ্টা ছিলেন তদন্তকারীরা। গতকাল সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে সিবিআই তল্লাশি চালায় একটি বিএড কলেজে, যার সভাপতি এই বিধায়ক। নিজেকে 'চক্রান্তের শিকার' বলে দাবি করেছেন তাপস। আগুন তুলেছেন তৃণমূলের এক স্থানীয় নেত্রীর দিকে। একাধিক টিভি চ্যানেলকে তিনি বলেছেন, এলাকায় দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ জানালেও রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে সাড়া মেলেনি। সবমিলিয়ে ঘরেবাইরে শাসক দলের উপর চাপ বাড়ছে। এর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে এখনই মন্তব্য করতে নারাজ পর্যবেক্ষক শুভময় মৈত্র। তিনি বলেন, শহরের শিক্ষিত মানুষের একাংশ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলের উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু গ্রামের মানুষ কতটা ক্ষুব্ধ, সেটা জানতে সমীক্ষা প্রয়োজন। শুধু সাগরদিঘির ফল দিয়ে গোটা রাজ্যের মুড আঁচ করা যাবে না। পঞ্চায়েতে নির্বাচন হলে সেটা বোঝা যেত।

পৃথিবী কি আসলেই গোল, এই গ্রহটি সম্পর্কে চমকপ্রদ দশটি তথ্য

১৯৭০ সালের ২২শে এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরগুলোতে রাস্তায় নেমে এসেছিলো প্রায় দু কোটি মানুষ। তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করেছিলো।

এটিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে জাতিসংঘ দিনটিকে ধরিত্রী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এবারের ধরিত্রী দিবসে আসুন এ পৃথিবী সম্পর্কে দারুণ কিছু তথ্য জেনে নেই।

শ্রীতমা দাস
প্রাবন্ধিক

পৃথিবী পুরোপুরি গোল নয়

আমাদের পৃথিবীকে সাধারণত গোল বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এটি আসলে পুরোপুরি গোলাকৃতির নয়। দুই মেরুর কাছে পৃথিবী কিছুটা চাপা, কাজেই আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পৃথিবী আসলে উপবর্তুলাকার। আর সব গ্রহের মতোই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণনের কারণে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে মেরু অঞ্চল কিছুটা চ্যাপ্টা, আর নিরক্ষীয় অঞ্চল কিছুটা চওড়া। এ কারণেই বিষুব রেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস এক মেরু হতে অন্য মেরু বরাবর ব্যাসের চেয়ে ৪৩ কিলোমিটার বেশি।

পৃথিবীর ৭০ ভাগ জল

পৃথিবীতে জল আছে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় এই তিনটি আকারে।

এছাড়া বিশ্বের উপরিভাগের তিন চতুর্থাংশই জলেতে ঢাকা, যা আছে হিমবাহ, জলাভূমি, লেক, নদী, সাগর কিংবা মহাসাগরের আকারে।

তবে বিশ্বের জলের ৯৭ ভাগই মহাসাগরের লবণাক্ত জল।

স্পেস বা মহাকাশের শুরু যেখান থেকে

বিশ্বের একশ কিলোমিটার ওপর থেকেই স্পেস বা মহাকাশের শুরু।

বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশের যে সীমানা সেটি পরিচিত কারম্যান লাইন হিসেবে, যা সমুদ্রসীমার একশ কিলোমিটার ওপরে।

বায়ুমণ্ডলে যেসব পদার্থ আছে, তার ৭৫ শতাংশই কিন্তু সমুদ্র সমতল হতে প্রথম ১১ কিলোমিটারের মধ্যে।

পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ গঠিত মূলত লোহা দিয়ে

সৌরজগতে পৃথিবী হলো পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। পৃথিবীর সবচেয়ে অভ্যন্তরভাগে একটি নিরেট বলের মতো বলে মনে করা হয়। এটির ব্যাসার্ধ প্রায় বারোশো কিলোমিটার।

এটি মূলত লোহা দিয়ে গঠিত, যা এর ওজনের প্রায় ৮৫ শতাংশ। আর আছে নিকেল, যা এই নিরেট বলের প্রায় দশ শতাংশ।

পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে

এই মহাবিশ্বে পৃথিবী একমাত্র নভোমণ্ডলীয় স্থান, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। পৃথিবীতে তালিকাভুক্ত প্রাণির প্রজাতির সংখ্যা এখন ১২ লাখ।

যদিও এটিকে মোট প্রাণির একটি সামান্য অংশ বলে মনে করা হয়।

২০১১ সালে বিজ্ঞানীরা ধারণা দিয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক বিশ্বে প্রায় ৮৭ লাখ প্রজাতি আছে সব মিলিয়ে।

এই পৃথিবীর গঠন হয়েছিলো প্রায় চার দশমিক পাঁচ বিলিয়ন বছর আগে এবং এর সম্পদ, ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও এর কক্ষপথের কারণেই এখানে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে আছে।

বিশ্বের সর্বত্র মাধ্যাকর্ষণ সমান নয়

আমাদের পৃথিবী যেহেতু নিখুঁত গোলক আকৃতির নয় এবং এর ভরও যেহেতু সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত নয়, তাই মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এবং শক্তিরও তারতম্য আছে বিভিন্ন জায়গায়।

যেমন, আমরা যখন বিষুবরেখা হতে মেরু অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হই, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তীব্রতা বাড়তে থাকে।

এর ফলে মানুষের পক্ষে এই শক্তির তারতম্য অনুভব করা সম্ভব নয়।

পৃথিবী চরম বৈচিত্র্যের গ্রহ

এই পৃথিবী চরম বৈপরীত্যে পূর্ণ। ভৌগলিক এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণে প্রতিটি অঞ্চলেরই অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানের দাবিদার অনেক অঞ্চল আছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ডেথ ভ্যালীতেই এ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯১৩ সালের ১০ জুলাই ৫৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল থার্মোমিটারে।

এর একদম বিপরীতে আছে অ্যান্টার্কটিকা। ১৯৮৩ সালের ৩১শে জুলাই সেখানে ভস্তক স্টেশনের যন্ত্রে তাপমাত্রা নেমে এসেছিল মাইনাস ৮৯ দশমিক ২ ডিগ্রিতে।

পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণের বৃহত্তম কাঠামো

অস্ট্রেলিয়া উপকূলের দ্য গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ হলো পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণের একক বৃহত্তম কাঠামো। এটি এত বড় যে, মহাকাশ থেকেও এটি দেখা যায়।

প্রায় দু হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এই রিফে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রজাতি বাস করে।

১৯৮১ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই সক্রিয় টেকটনিক প্লেট আছে

পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে সক্রিয় টেকটনিক প্লেট বিদ্যমান।

এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীতে পাহাড়পর্বত গঠনের পেছনে এই প্লেটগুলোর ভূমিকা আছে।

এগুলোর কারণেই ভূমিকম্প হয়, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়।

আবার এই প্লেটগুলো পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাসের রিসাইক্লিংয়ে সহায়তা করে।

পৃথিবীর একটি সুরক্ষা ঢাল আছে

পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সূর্যের উচ্চমাত্রার শক্তি কণা থেকে সুরক্ষার জন্য একটি ঢাল হিসেবে কাজ করে।

এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিস্তৃত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে শুরু করে বহিসীমা পর্যন্ত, যেখানে এটি সৌর বাতাসের সংস্পর্শে আসে।

পাশাপাশি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড অনেক প্রাণীকে পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আমাদেরকেও কম্পাসের মাধ্যমে দিকনির্ণয়ে সাহায্য করে এটি।

সুদানে যুদ্ধবিরতি ভেস্তে গেছে, ঈদের দিন খার্তুম যেন ভুতুড়ে শহর

মোহাম্মদ ওসমান

সুদানের রাজধানী খার্তুমের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মুসলিমদের ঈদ উৎসবের সময় শহরে যে আনন্দমুখর পরিবেশ দেখা যায়, তার তুলনায় এবার শহরের কিছু কিছু অংশ রীতিমত ভুতুড়ে চেহারা নিয়েছে।

সুদানের সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াই শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহে এ পর্যন্ত চারশো মানুষ নিহত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খার্তুমে গুলি, বোমা এবং গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

এর মানে হচ্ছে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ তিনদিনের যে যুদ্ধবিরতির ডাক দিয়েছিল, তা ভেস্তে গেছে।

খার্তুম এবং এর লাগোয়া শহর ওমদুরমানের বাসিন্দারা বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা এখনো এই সংঘাতের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি, তারা ক্ষুব্ধ।

একটি মসজিদের প্রবেশপথে দুই নারী কাঁদছিলেন। তারা জানান, দুটি শিশুসহ তারা পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন।

মুসলিমরা রমজান মাসে রোজার শেষে ঈদ-উল-ফিতরের উৎসব পালন করে। সুদানের মানুষ সাধারণত এই উৎসবের সময় তাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীকে দেখতে যায়, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে।

ঈদের দিন নামাজে সাধারণত বহু মানুষ হয়। কিন্তু শুক্রবার খার্তুম এবং ওমদুরমানের অনেক মসজিদ ছিল ফাঁকা। লড়াই থেকে বাঁচতে লোকজন তাদের ঘরে লুকিয়ে আছে। অনেকে আবার শহর ছেড়ে তাদের নিজের নিজের এলাকার বাড়িতে চলে গেছে।

এর আগেও দুবার যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেয়া হয়, কিন্তু দুবারই তা বিফল হয়।

লড়াই থামানোর জন্য কূটনৈতিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে। অনেক দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে এবং মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে।

সুদানে কিভাবে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা হবে, মূলত তা নিয়ে দুই ক্ষমতাধর সামরিক অধিনায়কের দ্বন্দ্ব থেকে এই লড়াই চলছে।

সুদানের বর্তমান সামরিক সরকার চলে মূলত সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে। তার সঙ্গে উপনেতা হিসেবে আছেন আরেকটি আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মোহাম্মদ হামদান হেমেডটি ডাগালো। বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই দুটি বাহিনীকে একীভূত করার কথা।

কিন্তু আরএসএফ তাদের বিলুপ্ত করার বিপক্ষে, এবং এই পরিকল্পনা থামানোর জন্য তাদের বাহিনীকে রাস্তায় নামায়। এরপর এটি সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াইয়ে রূপ নিয়েছে।

জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, দশ হাজার হতে বিশ হাজার মানুষ যাদের বেশিরভাগ নারী এবং শিশু, সুদান ছেড়ে পালিয়েছে পাশের দেশ চাডে আশ্রয় নেয়ার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বৃহস্পতিবার যুদ্ধরত দুই পক্ষের প্রতি অন্তত রোববার পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সুদানের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানানো হয়, জেনারেল বুরহান তুরস্ক, দক্ষিণ সুদান এবং ইথিওপিয়ার নেতাদের কাছ থেকে ফোন কল পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও তাকে ফোন করেছিলেন।

যে দুজনকে ঘিরে এই সংকট জেনারেল বুরহান এবং মি. হেমেডটি দুজনেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের অধীনে কাজ করেছেন। তবে কয়েক মাস ধরে গণতন্ত্রের দাবিতে তীব্র বিক্ষোভের মুখে তারা ওমর আল বশিরের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের দুজনের অধীনেই বিপুল সংখ্যক সেনা আছে। জেনারেল বুরহান নিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রধান, তার অধীনে আছে এক লাখ ২০ হাজার সেনা।

অন্যদিকে আরএসএফের সৈন্য সংখ্যা দেড় লাখ। এই বাহিনী খুব নির্মম বলে পরিচিত।

এরা দুজনেই এক অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের অংশ, এবং তারা সুদানকে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে নিয়ে যাবেন বলে কথা ছিল।

কিন্তু ২০২১ সালে জেনারেল বুরহান এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেন।

সাময়িকী

জার্মানিতে যুদ্ধবিরোধী জোটকে প্রভাবিত করছে ক্রেমলিন

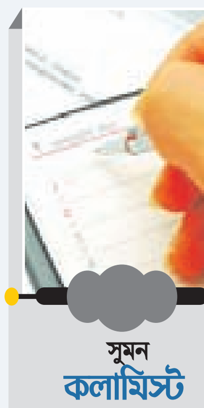

সুমন
কলামিস্ট

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট বেশ কিছু নথিপত্র যাচাই করে জানিয়েছে কীভাবে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে রাশিয়া।

তারা জানিয়েছে, জার্মানির অতিবাম এবং অতিডানদের মধ্যে একটি জোট গঠনের চেষ্টা করেছে রাশিয়া।

শুক্রবার দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া ইউক্রেনের প্রতি জার্মানির সমর্থন রুখতে মরিয়া।তাই তারা পশ্চিমের দেশগুলোর বিরুদ্ধে বৈরিতা জোরদার করতে জার্মান জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

মার্কিন সংবাদপত্রটি ক্রেমলিনের বেশ কিছু নথি পর্যালোচনা করেছে। সেখানে রুশ কর্মকর্তা এবং রুশ রাজনৈতিক কৌশলবিদদের মধ্যে বৈঠকগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে। জার্মানির বাম দল এবং জার্মানির অতিডান দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) মতাদর্শগত উপাদানগুলিকে কীভাবে রুশপন্থি রাজনীতির 'কমন কজ' বা সাধারণ কোনো কারণের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া যায়, বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে। নথিগুলো প্রথমে পেয়েছিল ইউরোপের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। রিপোর্টটির গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এক সাংবাদিক ক্যাথরিন বেল্টন ডয়চে ভেলেকে বলেন, নথিপত্রগুলোর মাধ্যমে জানা গিয়েছে ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলবিদদের কাজে লাগিয়েছেন। তাদের একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রতি ইউরোপের সমর্থন দুর্বল করার ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছে রাশিয়া। তাই জার্মানির দিকে মনোযোগ দেয়া এবং অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত আদেশ দেয়া হয়েছিল।

তার কথায়, জার্মানিকে দুর্বল সংযোগকারী হিসাবে দেখেছিল রাশিয়া।তবে ইউক্রেনে ট্যাংক ইত্যাদি পাঠানোর ক্ষেত্রে জার্মানির ভূমিকার ফলে এ দেশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবেও দেখা হয়েছিল।''

২০২২ সালের আগস্ট মাসের একটি নথি অনুসারে, রাজনৈতিক কৌশলবিদদের রুশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তাদের প্রধান লক্ষ্য হবে জার্মানি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবংন্যাটোকে 'অসম্মান' করার দায়িত্বেও দেয়া হয়েছিল তাদের। এমনকি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কারণে জার্মানরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ কথা বোঝানোর দায়িত্বও দেয়া হয়।''

বেল্টন বলেন, রাশিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। এবারের শীতে মোটেও মারাত্মক শৈত্যপ্রবাহ ছিল না। তবে এখন জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। রাশিয়া সেই সুযোগটা ব্যবহার চাইছে। নথিগুলি থেকে জানা গিয়েছে, কৌশলবিদরা জার্মানিজুড়ে পরিকল্পিত শান্তি বিক্ষোভ সম্পর্কে তথ্য সংকলন করেছেন। বিক্ষোভগুলি মূলত অতিবাম এবং অতিডান পন্থিদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। পাশাপাশি রাইখসবুর্গার আন্দোলনের (জার্মান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত একটি ব্যর্থ চক্রান্ত ছিল এটি) সঙ্গেও এর সংযোগ ছিল।

কৌশলবিদরাই গ্যাস কিনুন, যুদ্ধ নয়, ইউক্রেন যুদ্ধ চায়, জার্মানি শান্তি চায় সহ স্লোগান তৈরি করেছিলেন যা মস্কোপন্থি বিক্ষোভে প্রদর্শিত হয়। অনলাইন মাধ্যমেও এগুলো শেয়ার করা হয়। ট্রোলিং গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে এটা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

তিন মাসের মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে উন্নত সম্পর্কের সমর্থক জার্মানদের অনুপাত ১০ শতাংশ বাড়ানোর একটি লক্ষ্যের একটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে দেয়া অন্য একটি নথিতে।

দলগুলো রাশিয়ার হস্তক্ষেপ অস্বীকার করেছে

বাম দল এবং জার্মানির বিকল্প দলে রাশিয়া নিজের প্রভাব অর্জনের চেষ্টা করছে, এমন ইঙ্গিত রয়েছে নথিগুলোতে। যার লক্ষ্য পরবর্তীতে জার্মান ঐক্যের দল হিসাবে নির্বাচনে জয়ী হতে সহায়তা করা। উভয় পক্ষ যদিও এই প্রতিবেদনটির তথ্য খারিজ করেছে।

জানা অজানা

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

সুনীল কুমার দে

কবির গানে আছে,,,,
শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

ভগবান যখন জীব জন্তু,কিট পতঙ্গ তৈরি করলেন সেই সঙ্গে মানুষ ও তৈরি করলেন এই সৃষ্টির সৌন্দর্য কে ঠিক রাখার জন্য।এই সৃষ্টি তে মনু প্রথম মানুষ আর তার পত্নীর নাম ছিলো শত রূপা।আমরা সবাই মনুর বংশধর।তখন মানুষের কোনো জাত ছিলো না।জাত বলতে ছিলো স্ত্রী আর পুরুষ দুই জাতি।ভগবান সৃষ্টির ভরসাম্য রক্ষা করার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতি সৃষ্টি করেছিলেন।সত্য,ত্রেতা ও দ্বাপর ও হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বলে মানুষের কোনো জাত ছিলো না।তখন ছিলো বর্ণ ব্যবস্থা।ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই ছিলো চার জাতি।এই বর্ণ ব্যবস্থা ভগবান তৈরি করেন নি,করেছিলেন রাজা মহারাজারা কর্মের আধারে সঠিক ভাবে রাজ কার্য্য চালানোর জন্য।কিছু লোক কে পূজা,পাঠ করার দায়িত্ব দিলেন তারা পরবর্তী কালে হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।কিছু লোক কে রাজ্য দেখা শুনা ও রক্ষা করার দায়িত্ব দিলেন পরবর্তী কালে তারা হয়ে গেলেন ক্ষত্রীয়।কিছু লোক কে ব্যবসা বাণিজ্য করার দায়িত্ব দিলেন পরবর্তীকালে তারা হলেন বৈশ্য।কিছু লোক কে সেবা করার জন্য ও মজুরির করার জন্য দায়িত্ব দিলেন পরবর্তী কালে তারা হয়ে গেলেন শূদ্র।কলিযুগে ধর্মের আঁধারে মানুষ বিভক্ত হলো।এক একজন ধর্ম প্রবর্তক এক একটি ধর্মের ও জাতির সৃষ্টি করলো।এই ভাবে সৃষ্টি হলো হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নানা ধর্ম,নানা জাত।মানুষ থেকে মানুষ তার আসল পরিচয় হারালো।প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই একই রক্ত মনু ও শত রূপার। কারো শরীরের মধ্যে জাতের কোনো স্ট্যাম্প দেওয়া নেই।যখন কোনো মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয় তখন জাত ও ধর্ম দেখা হয় না।হিন্দুর শরীরে মুসলমানের রক্ত,মুসলমানের শরীরে হিন্দুর রক্ত,খ্রিস্টানের শরীরে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত,হিন্দু ও মুসলমানের শরীরে খ্রিস্টানের রক্ত দেওয়া হয়।তখন কোথায় থাকে জাত ও ধর্ম। যখন মানুষের রক্ত ছাড়া মানুষ বাঁচে না তখন কিসের এতো জাতের অহংকার।কিসের এত জাত ও ধর্ম নিয়ে মারামারি,কাটাকাটি,হিংসা,ঘৃণা ও রক্তপাত।আমরা সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান,একই পিতার সন্তান,একই মানুষের বংশধর।তাই আমাদের কে জাত ও ধর্মের গন্ডী ভেঙে দিয়ে শুধু মানুষের পরিচয় নিয়ে বাঁচতে হবে।মনে রাখতে হবে কবির কথা,,,সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

পাঠকের চিঠি

তীর্থে যান ভগবানের লীলা দেখার জন্য, পাপ ধোয়ার জন্য নয়

সারদা মা বলেছেন, যার মন এক জায়গায় শান্তিতে আছে তার আর তীর্থ ভ্রমণের দরকার নেই।অর্থাৎ মায়ের কথা অনুসারে শান্তি লাভ করার জন্য তীর্থে যাওয়া।কিন্তু আমাদের ধারণা তীর্থ করলে সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে।কিন্তু সারদা মা বলছেন, কর্ম ফল ভোগ করতেই হবে।তবে ভগবানের নাম করলে কর্ম ক্ষয় হয়।হয় তো পা কেটে যাওয়ার কথা ছিলো তা না হয়ে সুই ফুটে ভোগ হয়ে গেলো।তবে কি আমরা তীর্থে যাবো না।অবশ্যই যাবো।তীর্থে গেলে ভগবানের লীলা বুঝতে পারবো।এই বিশাল ব্রহ্মান্ডে কোথায় কিভাবে তিনি লীলা করেছেন তা জানতে পারবো।ভগবানের অসীম লীলা দেখে মনে একটু ভক্তি জম্মাবে।আজকাল কিছু মানুষ তীর্থ স্থান গুলোর গরিমা ও মহিমা ক্ষুন্ন করছে।ধর্মের নামে ব্যবসা করছে ,তাই তীর্থে গিয়ে কিছু মানুষের অত্যাচার দেখে ভক্তি চোটে যায়, মন ক্ষুন্ন হয় ও মনে অশান্তি জন্মে।তাই মা বলেছেন, মন যার এক স্থানে শান্তিতে আছে তার আর তীর্থ ভ্রমণের দরকার নেই।ভ্রমর যতক্ষন মধুর সন্ধ্যান পায় না ততক্ষণ গুন গুন করে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।আর যখন মধুর সন্ধ্যান পায় তখন চুপ করে গুঞ্জন ছেড়ে মধু পান করে।তাই তীর্থে যান ভগবানের লীলা দেখার জন্য,শান্তি ও আনন্দ লাভ করার জন্য,বোকা বনার জন্য ও পাপ ধোয়ার জন্য নয়।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্ডী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at H 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

থানায় এজাহারের পর সিআইডিকে অভিযোগ, সিজেএম আদালতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ অঙ্কিতা দত্তের

প্রদেশ কংগ্রেস অসম কন্যার আত্ম সম্মান রক্ষা করবে বলে আশা ছিল কিন্তু করেনি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজনৈতিক তুফান সৃষ্টিকারী অঙ্কিত দত্তকে নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ কনফিউজড কংগ্রেস। তবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা অবশেষে অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অঙ্কিতা দত্তের স্পষ্ট মন্তব্য একজন নারীর মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে যদি কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় সেটা দলের কথা। তবে তিনি পিছপা হবেন না বলে কড়া ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ফের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রদেশ কংগ্রেস অসম কন্যার আত্ম সম্মান রক্ষা করবে বলে আশা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস সেটা করেনি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কয়েকদিন আগে অঙ্কিতা দত্তের একের পর এক টুইটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতি বিশেষ করে কংগ্রেসে এক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত ছয় মাস ধরে যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটা তাকে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে একগাদা টুইট করেছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। তবে শুধুমাত্র টুইট করা নয়, যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করার পর অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। অবশেষে এই শোকজ

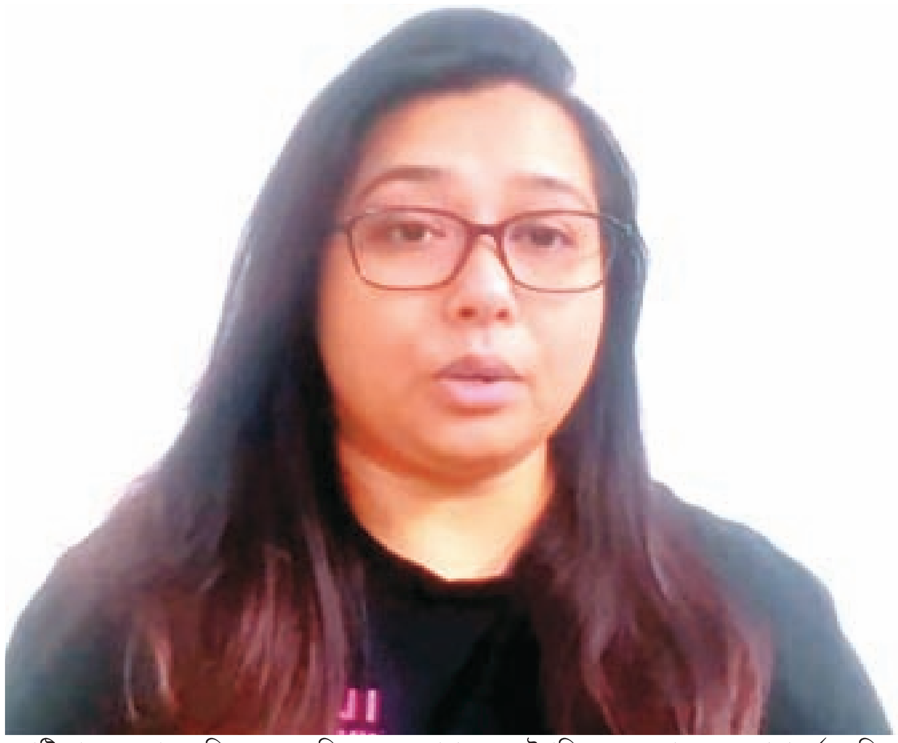

নোটিশের জবাব দিয়েছেন তিনি। এই জবাব ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা।

তবে দলের শোকজ নোটিশের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র টুইট করে কিংবা থানায় এজাহার রজ্জু করেই খান্ত হননি অঙ্কিত দত্ত। এবার তিনি সিআইডির শরণাপন্ন হয়েছেন। শুক্রবার অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযোগ দাখিল করেছেন। প্রায় দেড় ঘঃটা সময় সিআইডি কার্যালয়ে অতিবাহিত করার সময় ডিআইজি ইন্দ্রানী বরুয়া বিস্তারিতভাবে এই প্রসঙ্গে অঙ্কিতা দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। সিআইডি কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করা ছাড়াও অঙ্কিতা দত্ত সিজেএম আদালতে উপস্থিত হয়ে এই মামলায় নিজের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

তবে এই বিষয়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত অসমের কন্যা। তবে এই বিষয়টিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল সেটা করতে পারেনি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এটা ধরে নিয়েছে যে অঙ্কিতা দত্ত ভুল কথা বলছেন এবং সেই কংগ্রেস নেতা নিজের স্থিতিতে সঠিক রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এরপরেও তিনি বিশ্বাস করেন কংগ্রেস নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করবে। যেহেতু এক্ষেত্রে এজাহার দাখিল হয়েছে ফলে অযথা পুলিশ আদালত সাক্ষী ইত্যাদি বিষয়ে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। অসমের কন্যার জন্য ও এটা ঠিক নয়। তবে তিনি কংগ্রেসকে পরামর্শ দিতে চাইছেন যাতে দলটি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এই বিষয়টি এভাবে বহুদিন চলতে পারে না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না হলে পুলিশ, সিআইডি এক্ষেত্রে জড়িত হবে। এই সংক্রান্তে ইতিমধ্যে এজাহার রজ্জু হয়েছে, ডিজিপির কাছে মহিলা কমিশনের চিঠি এসেছে। ফলে পরবর্তীকালে পুলিশ এবং আইন নিজের রাস্তা নেবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ইতিমধ্যে অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিন প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত দলের অনুশাসনের সীমা অতিক্রম করেছেন। এক্ষেত্রে দল প্রয়োজেনীয় পদক্ষেপ নেবে। তবে কারো জন্য দল থেমে থাকে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। প্রসঙ্গত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণতি ফুকনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আমগুড়ি উপস্থিত হয়ে দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। মূলত অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সভাপতি ভূপেন বরা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রণতি ফুকন বলেন অঙ্কিত দত্ত দল ছেড়ে গেলেও কংগ্রেসের কোন ক্ষতি হবে না। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলীয় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ বলেন যেকোনো ব্যক্তির দলে থেকে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা উচিত। দলের অনুশাসন মেনে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু এটাও ঠিক যে যাদের আত্মসম্মান মর্যাদা রয়েছে তাদের সেটা রক্ষা করতে হবে। তবে সেটা করতে হবে দলের প্রতি থাকা অনুশাসনের মাধ্যমে। এই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। তিনি বলেন তৃণমূল পর্যায়ের দলের কর্মী অথবা নেতা দল ত্যাগ করলে দলের ক্ষতি হয়। ফলে ক্ষোভ থাকা প্রত্যেককে বুঝিয়ে দলে রাখতে হবে। তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে রয়েছেন বলে স্বীকার করে নেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত একজন সম্ভাবনা পূর্ণ উঠে আসা কংগ্রেস নেত্রী। ফলে বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া আসুন জানি এই পবিত্র তিথির মাহাত্ম্য

দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) ঃ আজ ৯ই বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (ইং. ২৩শে এপ্রিল ২০২৩), রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ তিথি পড়েছে। ২২ এপ্রিল ঘ ৮১৫১১ থেকে ২৩ এপ্রিল ঘ৮১৭৫৯পর্যন্ততৃতীয়া তিথি থাকছে।

সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অক্ষয় তৃতীয়া । কেবলমাত্র বাঙালি নয়, আপামর হিন্দু সমাজের জন্যেই এই উৎসব শুভ। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে 'অক্ষয় তৃতীয়া'র পুজো করা হয়। যে কোনও কাজ সম্পন্ন করার জন্য এদিন অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া হল চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। হিন্দু ছাড়াও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি।এই শুভদিনে জন্ম নিয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়। এদিনই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। এদিনই কুবেরের লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এদিন বৈভবলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। এদিন থেকেই পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথ নির্মাণ শুরু হয়।

অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। কেদারবদ্রীগঙ্গোত্রীযমুনোত্রীর যে মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে এইদিনেই তার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল আধুনিককালে এই তিথিতে সোনার বা রূপার গয়না কেনা হয়। মনে করা হয়, এই শুভ তিথিতে রত্ন বা জিনিসপত্র কিনলে গৃহে শুভ যোগ হবে। সুখশান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে, এই আশাতেই এদিন মানুষ কিছু না কিছু কিনে থাকেন।

সংস্কৃত ভাষায়, অক্ষয় শব্দটি সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য, ত্রিত্য অর্থ তৃতীয়, অর্থে অবিস্মরণীয়, চিরস্থায়ী, সর্বদা উৎকৃষ্টতম। হিন্দু ক্যালেন্ডারে ভাস্কাকের বসন্ত মাসের তৃতীয় চন্দ্র দিন এর নামকরণ করা হয়, এটি যেদিন পালন করা হয়।

অক্ষয় তৃতীয়া লোকবিশ্বাসের সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি চমৎকার নিদর্শন

ভারত জুড়ে বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয়। ভারত জুড়ে বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয়। মানুষের বিশ্বাস, এই দিন স্নান করে ব্রাহ্মণকে পাখা, ছাতা এবং অর্থ দান করলে অক্ষয় পুণ্য অর্জিত হয়। ফলে এই তিথি উদযাপন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতের বহু প্রদেশে পালিত এই উৎসব হিন্দি বলয়ে আখা তীজ নামে অভিহিত। জৈনরাও এই তিথি পালন করেন। অক্ষয় তৃতীয়া লোকবিশ্বাসের সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি উত্তম নিদর্শন। এবং এই তিথি হল হিন্দুদের সাড়ে তিনটি সর্বাধিক শুভমুহূর্তের অন্যতম। অন্য দুটি হল পয়লা চৈত্র এবং বিজয়া দশমী, আর কার্তিকের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনটি হচ্ছে বাকি অর্ধেক তিথি। কথিত আছে, এই তিথিতেই ব্যাসমুনি গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেছিলেন এই দিনেই কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণের অমর্যাদা থেকে রক্ষা করেছিলেন এই দিনেই সূর্যদেব পাণ্ডবদের 'অক্ষয়পাত্র' দান করেছিলেন, যে পাত্রের খাবার কখনও ফুরোবে না। আরও নানা উপকথা এই দিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কোঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে অক্ষয় তৃতীয়ায় পরশুরাম এখনও পূজিত হন।

কৃষিতে হোক অথবা বাণিজ্যে, অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় এবং তা থেকেই বোঝা যায়, হিন্দু জীবনাদর্শে জাগতিক বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিন দেবী অন্নপূর্ণার জন্মদিন, ধনসম্পদের দেবতা কুবেরের আরাধনাও এ তিথির সঙ্গে জড়িত।

অক্ষয় তৃতীয়ায় রোহিনী নক্ষত্র ও শোভন যোগ সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, অক্ষয় তৃতীয়ায় বিষ্ণুর পুজো করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ব্যবসায়ী লক্ষ্মী গণেশ পুজোর আয়োজন করেন। অনেকে দোকানে এদিন হালখাতাও হয়। শুধু দোকান নয়, অনেকে বাড়িতেও পুজো করেন। এছাড়া বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তেরা ভিড় জমান। বিশ্বাস করা হয় যে, এদিন সোনা কিনলে পরিবারে সুখসমৃদ্ধি ঘটে। এদিন অনেক বাড়িতেই ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পুজো করা হয়। এই পুজোতে সাধারণত যা যা উপকরণ দরকার, সেইগুলি হল সিদুঁর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগর্ব্য, তিল, হরিতকী, ফুল, দুর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, প্রদীপ, ধূনা, মধুপর্ক বাটি ২, আসনাঙ্গুরীয় ২, দই, মধু, চিনি, ঘি, পুজোর জন্য কাপড় ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২,কুচো নৈবেদ্য ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, বস্ত্র ১, পাখা ১, দক্ষিণা।

দলে গাদ্দার থাকার বিষয়টি স্বীকার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

কিছু জানানোর থাকলে কংগ্রেসের তরফে হোয়াটসঅ্যাপ আসে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর, কংগ্রেসে কুটিল রাজনীতির বন্যা বইছে বলে ক্ষোভ সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অঙ্কিতা দত্তের অভিযোগ, টুইট, এজাহার নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নাজেহাল হয়ে ওঠার এই মুহূর্তে ফের একবার গাদ্দার প্রসঙ্গে জর্জরিত হয়ে পড়েছে দলটি। কংগ্রেসে ২-৪ জন গদ্দার রয়েছেন বলে এবার স্বীকার করে নিয়েছেন অসম বিধানসভার দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া। তবে গাদ্দার প্রসঙ্গ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও তাকে কোন কিছু জানানোর থাকলে কংগ্রেসের তরফে হোয়াটসঅ্যাপ আসে। সেটার মাধ্যমে তাকে সবকিছু জানানো হয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গত কয়েকদিন যাবত অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেসে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। অঙ্কিতা দত্ত দলের অনুশাসন ভঙ্গ করেছেন বলে একাংশ কংগ্রেস নেতা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এমনকি কংগ্রেসের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিধায়কদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট সংবাদ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর দলে গাদ্দার থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে প্রত্যেকেই মনে করছেন।

এক্ষেত্রে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন কংগ্রেস বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তার একটি পোস্ট লিক হয়েছে। তবে কিভাবে লিক হলো সেটা তিনি জানেন না। এটা এক চিন্তার বিষয় বলে উল্লেখ করে দেবব্রত শইকীয়া বলেন বিগত সময়ে কংগ্রেসের ২-৪ জন বিধায়ক ক্রস ভোটিং করেছিলেন। তবে এই দুই চার জন বিধায়কের জন্য তিনি সহ মোট ২৪ জন দলীয় বিধায়ককে সন্দেহ করা সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলপতি। দলের বিষয়ে যাতে বাইরে না যায় সেক্ষেত্রে তিনি প্রচেষ্টা করলেও তার হাতপা বাধা রয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন দেবব্রত শইকীয়া। এদিকে কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ বলেন দলে এই প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া দলের ভিতরে কুটিল রাজনীতির বন্যা বইছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তিনি।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক সংগঠন পিএফআইর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পৃথক পৃথক চারটি মামলায় চার্জশিট দাখিল এনআইএর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক সংগঠন পিএফআইর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। মূলত গুরুত্বপূর্ণ পৃথক পৃথক চারটি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক সংগঠন পিএফআইর জাতীয় সমন্বয়কের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে এনআইএ। প্রসঙ্গত পিএফআইর জাতীয় সমন্বয়ক ইব্রাহিম পুথানিথানির বিরুদ্ধে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ ছিল। এনআইএ ইব্রাহিম পুথানিথানির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অস্ত্র সরবরাহ করার তথ্য দাখিল করেছে। তাছাড়া এই সমন্বয়ক বহু রাজ্যে প্রস্তুতি নেওয়া যুবকদের একত্রিত করে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল বলে জানিয়েছে এনআইএ। ইব্রাহিম পুথানিথানির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি, ১২১এ, ১২২, ১৫৩এ আইনের অধীনে ১৩, ১৮, ১৮এ, ১৮বি ইউএ (পি) ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাবে ৩৮, ৩৯, ইউএ ধারা সন্নিবিষ্ট করেছে এনআইএ। তাছাড়া এর বাইরেও পুনের একটি বিদ্যালয়কে পিএফআই কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করার মামলায় পৃথক একটি চার্জশিট দাখিল করেছে এনআইএ। উল্লেখ্য পুনের একটি বিদ্যালয়ে পিএফআই বেআইনিভাবে একটি কার্যালয় শুরু করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এনআইএ সংগঠনটির বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল।

কেক কেটে 'মরুঝড়' তোলার ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন টেন্ডুলকারের

কলকাতা : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকার। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে মনে রাখার মতো কত ইনিংসই তো উপহার দিয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি। তবে একটি ইনিংসের মাহাত্ম্য তাঁর কাছে বিশেষ কিছু। ভক্তদের কাছেও তা চিরস্মরণীয়। নয়তো কি আর ওই ইনিংসের ২৫ বছর পূর্তি ঘটা করে পালন করা হয়!

কোন ইনিংসের কথা বলা হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন! ২২ এপ্রিল ১৯৯৮। শারজায় স্টিভ ওয়াহর নেতৃত্বাধীন পরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন শেন ওয়ার্ন, ডেমিয়েন ফ্লেমিং, মাইকেল ক্যাসপ্রোভিচদের মতো দুর্দান্ত সব বোলার। তবে টেন্ডুলকার সে রাতে ব্যাট হাতে নিজের অবিশ্বাস্য প্রতিভা মেলে ধরেন। ১৩১ বলে করেন ১৪৩ রান ৯টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৫টি ছক্কা।

তাঁর ব্যাটিং দেখে পুরো স্টেডিয়াম আন্দোলিত হয় এক বিকট গর্জনে, 'শচীন…শচীন'। ধারাভাষ্যকার টনি গ্রেগ বারবার বলতে থাকেন, 'কী একজন খেলোয়াড়, কী অসাধারণ এক খেলোয়াড়!' ক্রিকেটবিশ্বে টেন্ডুলকারের ওই ইনিংস 'স্যান্ড স্টর্ম', 'ডেজার্ট স্টর্ম' বা 'মরুঝড়' নামে পরিচিত।

টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে মাইকেল বেভানের সেঞ্চুরিতে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৮৪ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ত্রিদেশীয় সেই সিরিজে নেট রানরেটে নিউজিল্যান্ডকে টপকে ফাইনাল খেলতে হলে ভারতকে করতে হতো ২৫৪ রান। লক্ষ্য তাড়ায় শুরু থেকেই ঝড় তোলেন টেন্ডুলকার। কিন্তু আসল ঝড় যে আসতে চলেছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারেননি। হঠাৎ আম্পায়ার স্টিভ বাকনরের ছোট্ট ইশারায় বন্ধ খেলা। এক ঝটকায় পারস্য উপসাগর তীরের শারজা স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়ে মরুঝড়।

২৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর জয়ের জন্য ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৬ ওভারে ২৭৬ রান। আর ফাইনালে জায়গা করে নিতে প্রয়োজন পড়ে ২৩৭। টেন্ডুলকারের মহাকাব্যিক সেই ইনিংসের পরও ভারত জিততে পারেনি। তবে দলকে ঠিকই শিরোপানির্ধারক ম্যাচে নিয়ে গেছেন। এক দিন পর (২৪ এপ্রিল) শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে সেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেন্ডুলকারের আরেকটি ধ্রুপদি সেঞ্চুরিতেই ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সেদিন ছিল তাঁর ২৫তম জন্মদিন।

সময়ের বিবর্তনে আজ আবার সেই ২২ এপ্রিল, টেন্ডুলকারের 'মরুঝড়' তোলা ইনিংসের রজতজয়ন্তী। ঐতিহাসিক ইনিংসের আড়াই দশক পূর্তি ঘটা করে পালন করেছেন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান। মুম্বাইয়ে ভক্তদের পাশে নিয়ে কেকও কেটেছেন। নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'মনে হচ্ছে না, ওটা ছিল ২৫ বছর আগের ঘটনা। এখন আমার ২৫ বছর বয়সী মেয়ে আর ২৩ বছর বয়সী ছেলে আছে। সময় কত দ্রুত চলে যায়, তাই না? এই সময়ে আমরা কত বদলে গেছি। সবাই আরও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তবে কেউ বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আবার কেউ মুটিয়ে গিয়েছি। সে তুলনায় আমি ঠিকঠাক আছি (হাসি…)।'

কাদের উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েছেন লামিচানে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) : রেকর্ড মানেই ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রিকেটে আজকাল সেই খেলা একটু বেশিই হচ্ছে। এতটাই যে অনেক রেকর্ড চোখ এড়িয়েও যাচ্ছে। হয়তো কুইজে প্রশ্ন করা হবে অমুক রেকর্ডটি কার। আপনি হয়তো তারকা কোনো ক্রিকেটারের নাম বললেন। কিন্তু দেখা গেল উত্তরটি ভুল। সঠিক উত্তরে হয়তো এমন একজনের নাম দেখবেন, যাঁর কথা আপনার ভাবনাতেই নেই। ক্রিকেটের বিশ্বায়নের এ যুগে অন্তত আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টির জন্য কথাটা ১০০ ভাগ সত্যি। যেকোনো দুটি দেশের জাতীয় দলের মধ্যে ২০ ওভারের ম্যাচ মানেই যে এখন আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টি।

ধীরে ধীরে ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বা ওয়ানডে ক্রিকেটেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বিষয়টা। ওয়ানডেতে অবশ্য টেস্ট খেলুড়ে দেশের বাইরে এ মুহূর্তে ওয়ানডে স্ট্যাটাস বা ওয়ানডে মর্যাদা ভোগ করছে আরও আটটি দল। সেটির প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে রেকর্ড বইয়ে।

এই যেমন কালই নেপালের তারকা লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে ওয়ানডের বড় একটি রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টিটোয়েন্টি খেলে তারকা হওয়া লামিচানেই এখন ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম ম্যাচে ১০০ উইকেট নেওয়া বোলার।

প্রশ্ন করতেই পারেন, কোন কোন দলের বিপক্ষে খেলে রেকর্ড করে ফেললেন ২২ বছর বয়সী নেপালি লেগ স্পিনার। লামিচানে তো বটেই, তাঁর দেশ নেপালও এখনো টেস্ট খেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে ওয়ানডে খেলেনি।

ওয়ানডেতে যাঁকে কখনো বিশ্বমঞ্চে কিংবা মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসরে অথবা বড় কোনো দলের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও দেখেননি, তাঁর রেকর্ড মনে রাখাটা একটু কঠিনই।

নেপাল এ পর্যন্ত ওয়ানডে খেলেছে ৫০টি। এর ৪২টিতেই দলে ছিলেন লামিচানে। যে আটটি ম্যাচ খেলেননি লামিচানে, তার সাতটিই গত বছরের। ধর্ষণকাণ্ডে নাম জড়িয়ে জেল ঘুরে আসা ও দল থেকে নিষিদ্ধ হওয়াতেই ওই সাত ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর।

২০১৮ সালে ওয়ানডে অভিষিক্ত লামিচানে এ পর্যন্ত ওয়ানডে খেলেছেন নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, স্কটল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। নেপালও ওয়ানডে খেলেছে এই সাতটি দেশের বিপক্ষেই।

লামিচানে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে, ৯ ম্যাচে ২৫টি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশটির বিপক্ষেই ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং করেছেন লামিচানে। ২০২১ সালে ১০ সেপ্টেম্বর ওমানের আল আমিরাতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে ৫.১ ওভারে ১১ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। এ মাসের শুরুতেও ওয়ানডেতে আইসিসির সহযোগী সদস্যদেশের সেরা বোলিং ছিল সেটি। ৪ এপ্রিল যে রেকর্ড ভেঙেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আলী খান। নামিবিয়ায় জার্সির বিপক্ষে ৩২ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করা পেসার। লামিচানে আরও একবার ৬ উইকেট পেয়েছেন ওয়ানডেতে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কীর্তিপুরে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৬ উইকেট নিতে ৬ ওভারে ১৬ রান খরচ করেছিলেন। সে সময় ওয়ানডেতে সহযোগী সদস্যদেশের সেরা বোলিং ছিল এটিই।

ওয়ানডেতে কোন দলের বিপক্ষে লামিচানের কত উইকেট

উইকেট	বিপক্ষ	ম্যাচ	সেরা	গড়	ইকো.
২৫	পাপুয়া নিউগিনি	৯	৬১১	১২.৬০	৩.৭২
২২	আরব আমিরাত	১০	৪২৪	১৭.০০	৪.২৯
১৫	যুক্তরাষ্ট্র	৬	৬১৬	১২.৮০	৩.৫২
১৪	নামিবিয়া	৪	৪২৯	১৩.৯২	৪.৮৭
১২	ওমান	৭	৪১৮	২২.০০	৪.৭০
১০	স্কটল্যান্ড	৪	৪৪৫	১৪.৮০	৪.১১
৪	নেদারল্যান্ডস	২	৩৪১	২০.৭৫	৪.১৫

ওয়ানডেতে রশিদ খানের রেকর্ড ভাঙা লামিচানেকে হাতছানি দিচ্ছে আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টির রেকর্ডও। ২০ ওভারে আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টিতে লামিচানে ৪৩ ম্যাচে পেয়েছেন ৮৫ উইকেট। সবচেয়ে কম ম্যাচে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড আফগান রশিদেরই। ৫৩ ম্যাচে ১০০ ছুঁয়েছিলেন আফগান তারকা লেগ স্পিনার। ওই রেকর্ড ভাঙতে ৯ ম্যাচ হাতে পাচ্ছেন লামিচানে।

ওয়ানডেতে এ পর্যন্ত টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে না খেললেও টিটোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছেন লামিচানে। এই তিন দেশের বিপক্ষে ৫ ম্যাচে তাঁর উইকেট ৮টি। এর ৫টিই অবশ্য জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচে পেয়েছেন লামিচানে, আইরিশদের বিপক্ষে ২টি। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ১ ওভারে ১২ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন লামিচানে।

কোহলির রেকর্ড ভেঙেও লক্ষ্ণৌকে জেতাতে পারলেন না রাহুল

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) : সময়টা অনেক দিন ধরেই ভালো যাচ্ছিল না লোকেশ রাহুলের। তাঁর ব্যাটে এই ম্যাচে রোদ তো পরের ম্যাচেই ছিল বৃষ্টি। এমনকি ভারত দলে তাঁর নিয়মিত সুযোগ পেয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। সেই রাহুলই আইপিএলে যেন নিজেকে ফিরে পেতে শুরু করেছেন।

এবারের আইপিএলে ৭ ম্যাচে দুটি ফিফটি করেছেন রাহুল। আজ গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ৬১ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলার পথে বিরাট কোহলির একটি রেকর্ডও ভেঙেছেন ভারতের ব্যাটসম্যান। তবে লক্ষ্ণৌকে জেতাতে পারেননি।

স্বীকৃত টিটোয়েন্টিতে ৭০০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রাহুল। এই মাইলফলক ছুঁতে রাহুলের লাগল ১৯৭ ইনিংস। ইনিংসের হিসেবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যা দ্রুততম। এর আগে রেকর্ডটি ছিল বিরাট কোহলির। ৭০০০ রানের মাইলফলক ছুঁতে তিনি খেলেছেন ২১২ ইনিংস।

গুজরাটের বিপক্ষে লক্ষ্ণৌ আজ ছোট লক্ষ্যই পেয়েছিল। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান তোলে গুজরাট। রাহুলের ফিফটির পরও ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান তুলতে পেরেছে লক্ষ্ণৌ। হেরেছে তারা ৭ রানে।

ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা খুব ভালো পায় লক্ষ্ণৌ। কাইল মায়ার্সের সঙ্গে পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারেই ৫৩ রান তুলে ফেলেন রাহুল। সপ্তম ওভারে মায়ার্স রশিদ খানের বলে ২৪ রান করে বোল্ড হয়ে ফেরেন। এরপর ক্রুনাল পান্ডিয়ার সঙ্গে জুটি বাঁধেন রাহুল। জুটিতে ৫১ রান তুলে বিদায় নেন পান্ডিয়া (২৩ বলে ২৩ রান)। লক্ষ্ণৌয়ের রান তখন ১০৬।

৩৩ বলে সেই সময় লক্ষ্ণৌয়ের প্রয়োজন ছিল ৩৩ বলে ৩০ রান। এই অবস্থা থেকেও ম্যাচ জিততে না পারার কারণ হয়তো রাহুলের শ্লথ ব্যাটিং। শেষ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ১২ রান। কিন্তু সেই ওভারে ৪ উইকেট পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের। তাও আবার টানা চার বলে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে মোহিত শর্মা নেন রাহুল ও স্টয়নিসের উইকেট। পরের দুই বলে রানআউট হয়ে ফেরেন আয়ুশ বাদোনি ও দীপক হুদা।

এর আগে দ্বিতীয় ওভারেই মাত্র ৪ রান শুবমান গিলের উইকেট হারানো গুজরাট ১৩৫ রান করতে পারে মূলত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার ৫০ বলে দুটি চারও চারটি ছয়ে করা ৬৬ ও ওপেনার ঋদ্ধিমান সাহার ৩৭ বলে ৪৭ রানের (৬ চার) ইনিংসে ভর করে। লক্ষ্ণৌয়ের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেন ক্রুনাল ও মার্কাস স্টয়নিস।

গুজরাটের কাছে হারের পর ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে লক্ষ্ণৌ। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে নেট রান রেটের হিসাবে শীর্ষে আছে রাজস্থান রয়্যালস। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস তৃতীয় ও গুজরাট আছে চারে।

ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে দশকের পর দশক যেভাবে সংঘাত চলছে

লেবানন ঃ লেবাননের রাজধানী বৈরুতে আল কুদস দিবসে একটি র‍্যালি। ফিলিস্তিনীদের প্রতি সমর্থন জানাতে প্রতি রমজান মাসের শেষ শুক্রবার এ দিনটি পালন করা হয়।

'নাকবা' আরবি শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিপর্যয়'। ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালের ১৪ ই মে তারিখটিকে বলা হয় 'নাকবা' বা বিপর্যয়ের দিন। এই দিনে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে থাকে ফিলিস্তিনীরা। প্রায় সাড়ে সাত লাখ শরনার্থী আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব জেরুসালেম, পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা এবং আশপাশের দেশে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী সে সময় প্রায় লাখ ফিলিস্তিনী শরনার্থী লেবাননে আশ্রয় নিয়েছিল।

ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণার পরদিনই দেশটিতে আক্রমণ করে মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবাননের বাহিনী।

সেই থেকে লেবাননের সাথে ইসরায়েলের শত্রুতার সম্পর্ক চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। দশকের পর দশক ধরে লেবানন এবং ইসরায়েলের মধ্যে শত্রুতা বয়ে চলেছে।

গত ৭৫ বছরে ইসরায়েল অন্তত তিনবার লেবানন আক্রমণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরণের হামলা হয়েছিল ১৯৮২ সালে।

তখন চল্লিশ হাজার ইসরায়েলি সৈন্য, শতশত ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান লেবাননের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এছাড়া ইসরায়েলের নৌ এবং বিমান বাহিনীও এই আক্রমণে যোগ দেয়।

মূলত ফিলিস্তিনে আশ্রয় নেয়া শরনার্থী শিবির থেকে ইসরায়েলকে প্রতিহত করতে গড়ে ওঠা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনসহ বেশ কিছু সশস্ত্র গেরিলা গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের জবাবে ইসরায়েল এই অভিযান চালায়।

তবে লেবাননে কিভাবে ফিলিস্তিনি গেরিলা গোষ্ঠী গড়ে উঠলো তা বুঝতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে কিছুটা পেছনে।

১৯৬৭ সালে মিশর, সিরিয়া এবং জর্ডানের বিরুদ্ধে আগাম হামলা চালায় ইসরায়েল। মাত্র ছয়দিনের যুদ্ধে আরবরা পরাজিতহয়। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম, সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং মিশরের সিনাই উপত্যকা দখল করে ইসরায়েল

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশ্লেষক ড. সিন ফলে মিডল ইস্ট রিভিউ অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স নামক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কিভাবে এই 'ছয় দিনের যুদ্ধ' লেবাননে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

এই যুদ্ধের পরই ইসরায়েলিদের প্রতিহত করতে ফিলিস্তিনিরা সক্রিয় হবার সিদ্ধান্ত নেয় বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক।

ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত বিশাল সংখ্যক শরণার্থীকে জায়গা দিতে গড়ে ওঠা শরণার্থী শিবির থেকেই দেশটিকে স্বাধীন করতে গড়ে ওঠে কিছু সশস্ত্র গেরিলা গোষ্ঠী। তারা লেবাননকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

এরমধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। লেবানন থেকে পিএলও বেশ কিছু গেরিলা হামলা ইসরায়েলে। এসব হামলার কারণে ১৯৮২ সালে ইসরায়েলের পূর্ণ শক্তি নিয়ে লেবাননে আক্রমণ করে।

ইসরায়েলের এই আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ছিল বৈরুত কেন্দ্রিক প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে ধ্বংস করা।

বিশাল সৈন্যবাহিনী ও সাঁজোয়া যানে সজ্জিত ইসরায়েলিদের প্রতিহত করতে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি ফিলিস্তিনি গেরিলা গোষ্ঠীগুলো।

লেবাননের রাজধানী বৈরুত পর্যন্ত দখলে নেয় ইসরায়েল। এসময় দেশটির ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ মারা যায়, যাদের বেশিরভাগই ছিল বেসামরিক জনগণ।

১৯৪৮ এবং ১৯৬৭ সালে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে যেসব ফিলিস্তিনিরা লেবাননে আশ্রয় নেয় তাদের সুরক্ষার শর্তে আক্রমণের প্রায় তিন মাস পর পিএলও লেবানন ত্যাগ করে তিউনিসিয়ায় চলে যায়।

বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের সুরক্ষিত রাখার শর্তে পিএলও লেবানন ছেড়ে যাবার দুই সপ্তাহ পর সাবরা ও শাতিলা নামের দুইটি শরণার্থী শিবির ঘেরাও করে গণহত্যা চালায় ডানপন্থী লেবানিজ মিলিশিয়া গোষ্ঠী 'ফালাঞ্জ'। ইসরায়েলি সেনাদের উপস্থিতিতেই এঘটনা ঘটে।

এতে দুই থেকে সাড়ে তিন হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয়। অনেক ফিলিস্তিনি লেবানন ছেড়ে চলে যায়।

লেবাননে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এই গণহত্যার সঙ্গে ইসরায়েলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যারিয়েল শেরনের 'ব্যক্তিগত দায়ের' কথা জানানো হয় ঘটনার অনুসন্ধানে ইসরায়েল সরকারের গঠিত কাহান কমিশনের প্রতিবেদনে।

ইন্সটিটিউট ফর প্যালেস্টাইন স্টাডিজে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশেদ খালিদী এবিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

তিনি বলেন, গণহত্যা চালানো লেবানিজ ফোর্স (এলএফ), ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণে থাকা ও সেখানে লেবানিজ ফোর্স ঢুকতে দেয়া ইসারায়েলি সেনাবাহিনী এবং ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকের সুরক্ষার শর্তে বৈরুত থেকে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে অঙ্গীকার করা মার্কিন সরকারের মধ্যকার যোগাযোগের সঠিক প্রকৃতিকে অনিশ্চিয়তা ঘিরে রেখেছে।

সাবরা ও শাতিলা নামের লেবাননের দুই বড় উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যা চালানো হয়।

ধর্মীয়ভাবে চরম বিভক্ত একটি দেশ লেবানন। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার তীব্র ব্যবধান এবং বৈষম্যমূলক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৭৫ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ইসরায়েল লেবাননের মধ্যকার এই বিভিক্তির সুযোগ নেবার চেষ্টা করে।

লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯৭৮ সালে লেবাননে প্রথম হামলা চালায় ইসরায়েল।

মিডল ইস্ট মনিটরে এক প্রবন্ধে মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতির গবেষক মুহাম্মাদ হুসেইন লিখেছেন,১৯৭৮ সালের ১৪ মার্চ রাতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী 'অপারেশন লিটানি' নামে দক্ষিণ লেবাননে একটি বড় আক্রমণ শুরু করে।

দুই দিন আগে ইসরায়েলের উপকূলে এক হামলায় ৩৭জন ইসরায়েলি নিহত হওয়ার জের ধরে এই আক্রমণ চালানো হয়।

ইসরায়েলি হামলার উদ্দেশ্যই ছিল দক্ষিণ লেবানন থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠী উৎখাত করে লেবাননের ভেতরে ছয় মাইল এলাকায় 'নিরাপত্তা অঞ্চল' তৈরি করা।

অভিযানের ফলে হাজারেরও বেশি লেবানিজ ও ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোক মারা যায় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

লেবাননে গৃহযুদ্ধ চলার সময়ে দেশটিতে শিয়াদের সশস্ত্র গোষ্ঠি হেযবোল্লাহ'র উত্থান হয়। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বাধীন গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সএ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ক্যালি রবিনসন লিখেছেন, ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব হবার পর দেশটির রেভ্যুলশনারি গার্ডের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠে হেযবোল্লাহ।

হেযবোল্লাহ আসার পর লেবানন ইসরায়েলের সমীকরণ অনেকটাই বদলে যায়। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে হেযবোল্লাহ।

তাদের ঘোষিত নীতিই ছিল ইহুদি রাষ্ট্র ধ্বংসের লক্ষ্যে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলি বাহিনীকে তাড়ানো এবং জেরুজালেম মুক্ত করা।

লেবাননে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে তায়েফ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এর ফলে কয়েক দশকের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এসময় সব গোষ্ঠী অস্ত্র ফেরত দিলেও হেযবোল্লাহ তা করেনি। ব্যাপক বিতর্কের মধ্যেও হেযবোল্লাহ ১৯৯২ সালের নির্বাচনে অংশ নেয় এবং আটটি আসনে জয়লাভ করে। তাদের উত্থানে অনেকটাই চাপের মুখে পড়ে ইসরায়েল। ১৯৯৩ সালে ইসরায়েলি বাহিনী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিযবুল্লাহকে টার্গেট করে পুনরায় দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ করে।

ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের তথ্য অনুযায়ী এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল হিযবুল্লাহসহ অন্যান্য গেরিলা গোষ্ঠীর ওপর হামলা এবং দক্ষিণ লেবাননকে 'সন্ত্রাসীদের' হাত থেকে মুক্ত করা।

সাতদিনের এই যুদ্ধে ৫০ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়।

হেযবোল্লাহ'র ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ২০০০ সালে দখলকৃত উত্তর লেবানন থেকে পুরোপুরি সরে যেতে বাধ্য হয় ইসরায়েল।

একইসঙ্গে প্রথমবারের মতো দেশটি থেকে ইসরায়েলিদের হঠাতে সক্ষম হওয়ায় লেবাননের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফোর্স হয়ে ওঠে হেযবোল্লাহ।

২০০৬ সালে 'পয়েন্ট ১০৫' নামের এই সীমান্ত থেকে দুই ইসরায়েলি সেনাকে বন্দি করে হেযবোল্লাহ। ফলে হেযবোল্লাহকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে পুনরায় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান চালায় ইসরায়েল।

আকাশ ও সমুদ্রপথের এই আক্রমণে বেসামরিক জনগণ হতাহতের পাশাপাশি ব্যাপক বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আগেই বাস্তুচ্যুত হয় হাজার হাজার মানুষ। তবে আগেরবারের মতো এবার আর সুবিধা করতে পারেনি ইসরায়েল। হেযবোল্লাহ'র বিপুল প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা।

ইসরায়েলি সরকারের গঠিত উইনোগ্রাড কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে ২০০৬ সালের যুদ্ধকে 'ব্যর্থ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

চলমান সংঘাতের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ২০২২ সালে এক ঐতিহাসিক সমুদ্রসীমা চুক্তিতে সই করে ইসরায়েল এবং লেবানন।

এর ফলে দু'দেশের জন্যই সমুদ্রের তলদেশের বিরোধপূর্ণ গ্যাস ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস আহরণের সুযোগ তৈরি হয়।

শোলাকিয়া থেকে গোরএ শহীদ ময়দান- প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ যত ঈদগাহ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ঈদের সময় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে অসংখ্য স্থানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আযহার সময়ে। আবহাওয়া প্রতিকূলে না থাকলে ঈদগাহ ময়দানগুলোতেই ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মসজিদগুলোতেও নামাজে অংশ নেন মুসল্লিরা। তবে সাধারণত প্রতিটি শহর, জেলা বা উপজেলা সদরে একটি করে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠও আছে যেগুলো সরকারিভাবে দেখভাল করা হয়। এর মধ্যে একশ বছরের পুরনো যেসব ঈদগাহ আছে সেগুলোকে প্রাচীন বা হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ বলছেন, প্রাচীন অনেক ঈদগাহ আসলে ঔপনিবেশিক শাসনামলে হয়েছে। তবে মুঘল আমলে একটি ঈদগাহ হয়েছে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় যেটি এখন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ ঈদগাহ কিছু তথ্য নীচে তুলে ধরা হলো।

মুঘল ঈদগাহ, ধানমন্ডি

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে এটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় সাতমসজিদ রোডে প্রাচীন এ ঈদগাহ মুঘলদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি এখন ধানমন্ডি ঈদগাহ হিসেবেও পরিচিত। ধানমন্ডির পুরনো ১৫ এবং নতুন ৮এ সড়কে এটির অবস্থান।

মুঘল ঈদগাহ প্রায় চারশ বছর আগে তৎকালীন বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার আমলে তাঁর দেওয়ান মীর আবুল কাসিম কর্তৃক নির্মিত। তখন শুধু মুঘলরাই এই ঈদগাহে যেতেন। এই তথ্যটি ঈদগাহের কেন্দ্রীয় মেহরাবের শিলালিপিতে উল্লেখ করা আছে।

ঐতিহাসিকদের মতে উনিশ শতকের শেষের দিকে শহরের অন্য মুসলিমরা এখানে ঈদের নামাজে অংশ নিতে শুরু করে এবং তখন সেখানে মেলাও হতো।

বাংলাদেশের অন্য মুঘল স্থাপনার মতো এটিতেও পোড়ামাটির ব্যবহার ছিলো। তবে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮৮ সালে এই ঈদগাহ কিছুটা সংস্কার করে।

প্রায় আড়াইশ ফুট দৈর্ঘ্য এবং দেড়শ ফুট প্রস্থে চুন সুরকির প্রাচীর বেষ্টিত থাকলেও বর্তমানে কেবলমাত্র পশ্চিম দিকের মূল উঁচু দেয়ালটি দণ্ডায়মান। এই ঈদগাহটি ১৬৪০ সালে নির্মাণের পর থেকে ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সরকারি ওয়েবসাইটে বিখ্যাত স্থপতি আবু সৈয়দ এম, আহমেদকে উদ্ধৃত করা লেখা হয়েছে যে মুঘল আমলে নির্মিত এই ঈদগাহের মতো স্থাপত্যকলার নিদর্শন আর একটিও নেই। এই ঈদগাহটি পর্যটকগণের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। ১৯৮১ সাল থেকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটিকে পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণ করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় যে ৫০৪টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি রয়েছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ বলে বাংলাদেশের এই একটি ঈদগাহ হলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা মুঘল আমলে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বাকী যেগুলো প্রাচীন বলা হয় সেগুলো মূলত ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বলছিলেন তিনি।

শোলাকিয়া ময়দান

কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় প্রায় দুশো বছর ধরে ঈদের নামাজের বিরাট জমায়েত হয়ে আসছে। শুধু এর বিশাল মাঠই নয় বরং ঈদের নামাজের সময় জনসমাগম ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিশাল এলাকাতেও।

কিশোরগঞ্জ শহর থেকে পূর্ব দিকে কয়েক কিলোমিটার দূরের শোলাকিয়া ময়দানে এবার ১৯৬ তম ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১৮২৮ সালে এই মাঠে প্রথম ঈদের জামাতের তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায় ঈশা খাঁর ষষ্ঠ বংশধর দেওয়ান হযরত খান বাহাদুর জেলা শহরের পূর্ব প্রান্তে নরসুন্দা নদীর তীরে এই ঈদগাহের সূচনা করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, শোলাকিয়ার সাহেববাড়ির সুফি সৈয়দ আহম্মদ ১৮২৮ সালে তার নিজ জমিতে নরসুন্দা নদীর তীরে ঈদের জামাতের আয়োজন করেন। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের তথ্য অনুযায়ী কথিত আছে ১৮২৮ সালে প্রথম জামাতে সোয়া লাখ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন বলেন এ মাঠের নামকরণ করা হয়েছিলো 'সোয়া লাখি মাঠ'। সেখান থেকেই কালক্রমে এটি পরিচিত হয়ে ওঠে শোলাকিয়া মাঠ। ঈদগাহ কর্তৃপক্ষের হিসেবে শুধু মাঠের ভেতরেই প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজে অংশ নিতে পারে।

আশেপাশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে অসংখ্য মানুষ গিয়ে সেখানে ঈদের নামাজে অংশ নেন। এমনকি রাজধানী ঢাকা থেকে বিশেষ ট্রেনেও অনেকে সেখানে যান ঈদের নামাজে অংশ নিতে। ২০১৬ সালের সাতই জুলাই ঈদুল ফিতরের দিন নৃশংস জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিলো শোলাকিয়া ময়দানে।

করোনা মহামারির কারণে গত দুই বছর ২০২০ ও ২০২১ সালে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়নি।

গোরএ শহীদ বড় ময়দান

শোলাকিয়ার মতো প্রাচীন না হলেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা দিনাজপুরের এ ঈদগাহ মাঠটি আলোচনায় আছে গত কয়েক বছর ধরে। কারণ এ ঈদগাহকে কেউ কেউ এখন এ উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ ময়দান বলে উল্লেখ করে থাকেন। প্রায় ২২ একর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ঈদগাহের মিনার বেশ দৃষ্টিনন্দন। ৫৩ গম্বুজের এই মাঠে এক সঙ্গে দশ লাখ মুসল্লি নামাজে অংশ নিতে পারবেন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দাবি করে। মুঘল রীতি অনুসরণ করে তৈরি হলেও এটি খুব বেশি পুরনো নয়। গোরএ শহীদ ময়দানের পশ্চিম দিকের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে এই ঈদগাহের মিনার।

যদিও দেশবিভাগের পর থেকেই এ মাঠে ঈদের নামাজের আয়োজন করা হতো। কিন্তু সেটিকে ঈদগাহ হিসেবে গড়ে তোলা হয়নি। পরে নতুন করে ২০১৫ সালে ঈদগাহ মিম্বার নির্মাণের মাধ্যমে এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঈদগাহ হিসেব গড়ে তোলা হয়। তবে এ মাঠটির নামকরণ গোরএ শহীদ বড় ময়দান হয়েছে মূলত ইসলাম প্রচারক শাহ আমির উদ্দিন ঘুরী (র.) এর নামে। তিনি দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং এখানেই তার মাজার আছে।

শাহ মখদুম ঈদগাহ ময়দান

হেরিটেজ রাজশাহীর সভাপতি ও গবেষক মাহবুব সিদ্দিক বলেছেন, শাহ মখদুম ঈদগাহ ময়দান গড়ে উঠেছে রাজশাহীতে শাহ মখদুমের দরগাহকে কেন্দ্র করেই।

ইসলাম প্রচারে বাগদাদ থেকে আসা তুরকান শাহের মাজারকে কেন্দ্র করে দরগাহ এলাকা গড়ে উঠেছিলো। তার মৃত্যুর পর শাহ মখদুমসহ আরও কয়েকজন এ অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন। শাহ মখদুম এই দরগাহতেই মসজিদ তৈরি করেন ও পরে সেখানেই তার কবর হয়। মি. সিদ্দিক বলেন, ১৬৩৪ সালে এখান থেকেই দরগাহ ও ঈদগাহের ভিত্তি তৈরি হয়। পরে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রাজশাহী নগরীর কেন্দ্রস্থল পদ্মার তীর ঘেঁষে রাজশাহীর বর্তমান হজরত শাহ মখদুম (রহ.) কেন্দ্রীয় ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে ঈদগাহের ভূমি উঁচু ও সমতল করা হয়। এরপর আধুনিক স্থাপত্যের পাঁচ ফুট উঁচু বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

২০১৩ সালে ঈদগাহ মাঠের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ করা হয় এবং মাঠে প্রবেশের জন্য আছে ছোটো বড় অন্তত ছয়টি প্রবেশপথ।

শাহী ঈদগাহ সিলেট

দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের সিলেটের মুঘল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ এই ঈদগাহ নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মুঘল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি এ ঈদগাহের অবস্থান সিলেট নগরের মধ্যবর্তী এলাকায়। ঐতিহাসিক এই ঈদগাহটি ১৭০০ সালের প্রথম দিকে নির্মিত হয় বলে ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে বলা হয়েছে, গাছপালাঘেরা ঈদগাহটি সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সিলেটের ফৌজদার ফরহাদ খাঁ নির্মাণ করেন। প্রাচীন এই নিদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা। ১৭৭২ সালে ইংরেজ বিরোধী ভারত বাংলা জাতীয়তাবাদী প্রথম আঃেদালন এখান থেকেই শুরু হয়।

একটি টিলার ওপর ঈদগাহটির মূল অংশ আর বিশাল মাঠের চারদিকে আছে সীমান্ত প্রাচীর। ঈদগাহ ময়দান থেকে মুল অংশে যেতে হলে অতিক্রম করতে হয় বাইশটি সিঁড়ির ধাপ। প্রতিবছর এই ঈদগাহে সেখানকার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদগাহে ঢোকার জন্য আছে তিনটি ফটক। পূর্ব দিকে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন পুকুরে মুসল্লিদের জন্য অজুর ব্যবস্থা।

মুঘল স্থাপত্য রীতিতে হলেও পরে এর কিছুটা পরিবর্তনও হয়েছে। যোগ হয়েছে প্রায় দুশো ফুটের সুউচ্চ মিনার এবং তিন দিকে তিনটি বিশাল তোরণ।

জাতীয় ঈদগাহ

জাতীয় ঈদগাহ বিশেষ গুরুত্ব বহন করলেও এটিকে পুরনো কোনো স্থাপনা বলা যাবে না। মূলত সচিবালয়ের কাছে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে প্রায় তিন যুগ আগে একটি ঝোপঁজঙ্গল ঘেরা পুকুরকে ভরাট করে যে ঈদগাহ মাঠের সূচনা হয়েছিলো কালক্রমে সেটিই এখন বাংলাদেশের জাতীয় ঈদগাহ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:04:2023

ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে, দুই বৃহৎ ঈদগাহে লাখ লাখ মুসল্লি

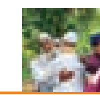

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতর। দিনের শুরুতেই ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র ঈদগাহ, মসজিদ ও খোলা মাঠে ঈদের নামাজে অংশ নিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া করেছেন মুসল্লিরা। তবে প্রায় দু সপ্তাহের বেশি সময়ের দাবদাহের পর গত দুদিন বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি বা ঝড়ো বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমে আসায় ঈদগাহ গুলো ছিলো মুসল্লিতে পরিপূর্ণ। দেশের দুটি বৃহত্তম ঈদগাহ ময়দান কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া এবং দিনাজপুরের গোর এ শহীদ ময়দানে ঈদের জামাতে অংশ নিয়েছে লাখ লাখ মুসল্লি। আর ঢাকায় জাতীয় ঈদগাহ ছাড়াও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের বেশ কয়েকটি জামাতে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিন বছর পর এবারই কোনো ধরণের বিধি নিষেধ ছাড়াই ঈদের নামাজে অংশ নিলো বাংলাদেশের মুসল্লিরা। করোনা ভাইরাসের কারণেও গত বছর ঈদের জামাত শেষে কোলাকুলিতেও নিষেধাজ্ঞা ছিলো কর্তৃপক্ষের। এর আগে শুক্রবার সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলার কিছু এলাকার মুসল্লিরা ঈদ উদযাপন করেছে। গত তিন বছর ঈদের নামাজে অনেক বিধিনিষেধ ছিলো। এটি ২০২২ সালের ঈদ উল ফিতরের দিনে জাতীয় ঈদগাহ থেকে তোলা। ঈদের নামাজে অংশ নিতে ভোর থেকেই নতুন পোশাক পরিধান করে মুসল্লিরা দলে দলে সমবেত হতে থাকেন দেশের ঈদগাহ ও মসজিদগুলোতে।

ঈদের জমায়েতে কী রাজনৈতিক বার্তা দিলেন মমতা ব্যানার্জী?

কলকাতা ঃ কলকাতায় ঈদ উল ফিতরের সবচেয়ে বড় জমায়েতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, দেশে কিছু মানুষ ঘৃণার রাজনীতি ছড়িয়ে বিভাজন ঘটাতে চাইছে - আর তিনি সেই বিভাজন রুখতে প্রয়োজনে প্রাণও দিতে রাজী আছেন।

কলকাতার রেড রোডে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় যে ঈদের জমায়েতটি হয় শনিবার, সেখানে অন্যান্য বারের মতোই হাজির হয়ে মমতা ব্যানার্জী বলেন, যারা দেশে বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্যে এই ঈদের দিনে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত, কিন্তু দেশে বিভাজন ঘটাতে দেব না। আমরা দাঙ্গা চাই না, আমরা কোনও সংঘর্ষ চাই না। আমরা শান্তি চাই।

তিনি আবারও বলেন যে তার রাজ্যে এনআরসি করতে দেওয়া হবে না।

কেউ কেউ আবার 'বিজেপির কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুসলমান ভোট ভাগ করারও চেষ্টা করছেন' বলেও অভিযোগ করেন মিজ ব্যানার্জী।

মমতা ব্যানার্জী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আমরা শান্তি চাই, কোনও দাঙ্গা চাই না। দেশে কোনও বিভাজন চাই না।

তবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি 'ধর্মীয় উৎসবের মঞ্চকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যবহার করাকে' কটাক্ষ করেছে।

অন্যদিকে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজ্যের মুসলমানদের একটা অংশ 'তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে', সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় এমন আভাস পেয়ে চিন্তায় পড়েছে মমতা ব্যানার্জীর দল। সেজন্যই ধর্মীয় উৎসবের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা ব্যানার্জী এনআরসির প্রসঙ্গও আনেন ঈদের জমায়েতে তার বক্তৃতায়।

তার কথায়, যদি গণতন্ত্র ধ্বংস হয়, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। এখন সংবিধান বদলে দেওয়া হচ্ছে, ইতিহাস বদলে দেওয়া হচ্ছে। ওরা এনআরসি নিয়ে এসেছে। আমি বলে দিয়েছি এখানে এনআরসি করতে দেব না।

কিছুদিন পরে রাজ্যের হাজার হাজার আসনে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে আর আগামী বছর লোকসভার ভোট।

সেই প্রসঙ্গে মিজ ব্যানার্জী বলেন, কিছু ব্যক্তি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলছে মুসলমান ভোট ভাগ করবে। আমি বলছি বিজেপির হয়ে মুসলমান ভোট ভাগ করার সাহস নেই তাদের। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনের এক বছর বাকি আছে, দেখা যাক কে জেতে।

একটা ধর্মীয় মঞ্চকে কীভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, মমতা ব্যানার্জী আজ আবারও তার প্রমাণ দিলেন। তিনি এটা আগেও করেছেন, বলছিলেন বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র কেয়া ঘোষ।

তার কথায়, সংখ্যালঘু ভোট ফিরে পেতে তার মরিয়া হাবভাবটাই চোখে পড়ল আজকের ভাষণে। এটা দেখিয়ে দিল একজন রাজনৈতিক নেত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করতে পারেন। মমতা ব্যানার্জী হঠাৎ করেই ঈদের জমায়েতে এনআরসির প্রসঙ্গ কেন আনলেন, সেই প্রশ্নও তুলছে বিজেপি। মিজ ঘোষের কথায়, এনআরসির কোনও প্রসঙ্গই তো আসে নি। কেন মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা বললেন? উনি তো উস্কাচ্ছেন রাজ্যের মানুষকে। আর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ তো দেশের সংসদে পাশ হয়েছে, মমতা ব্যানার্জী কি তাহলে দেশের সংসদকেই চ্যালেঞ্জ করছেন?

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সিংহভাগ ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পায়, এমনটাই মনে করা হয়ে থাকে।

তবে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় মুসলমানদের একাংশ যে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বছর খানেক ধরেই সরকারের ওপরে মুসলমানদের একাংশের ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সমাজকর্মী আনিস খানের মৃত্যুর সময়ে।

হাওড়া জেলার পুলিশ মি. খানকে মাঝরাতে গ্রেপ্তার করতে যায় এবং তিনি দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। তার আত্মীয় থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলি মনে করে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। ব্যাপক বিক্ষোভ হয় ওই ঘটনায়।

কয়েক মাস আগে মুসলমান প্রধান রাজনৈতিক দল আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক ও ফুরফুরা শরিফের পীর পরিবারের সদস্য নওশাদ সিদ্দিকিকে ৪২ দিন জেলে আটক রাখা নিয়েও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘিতে উপনির্বাচনে দুবার জেতা আসনটি কংগ্রেসের কাছে খোয়াতে হয় তৃণমূল কংগ্রেসকে।

তখনই তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব টের পায় যে মুসলমানরা সম্ভবত একজোট হয়ে দলকে আর ভোট দিচ্ছেন না। মুসলমান প্রধান ওই আসনে এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল, কিন্তু এবারে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান প্রায় ৫২ হাজার। তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকে ৭৫ হাজারেরও বেশি ভোট সুইং হয়েছে, অর্থাৎ একদিক থেকে সরে বিরোধী দলের দিকে গেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্রর কথায়, মমতা ব্যানার্জী ঈদের জমায়েত থেকে যা বলেছেন, সেগুলো যে তিনি প্রথমবার বলছেন, তা নয়। আগেও বলেছেন এইসব প্রসঙ্গ, পরেও হয়তো বলবেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তিনি ঈদের জমায়েতকে বেছে নিয়েছেন এই রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য। মুসলমান ভোটকে বিভিন্ন সময়ে নানা রাজনৈতিক দল নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করে এসেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসও দাবী করত যে মুসলমানরা তাদেরই ভোট দেয়। কিন্তু সাগরদীঘি উপনির্বাচনে দেখা গেছে অন্যরকম ট্রেন্ড। সেই উদ্বেগেই সম্ভবত মমতা ব্যানার্জী ঈদের মঞ্চে এই কথাগুলো বলেছেন - বলছিলেন মি. মৈত্র।

কংগ্রেসে একের পর এক শোকজ নোটিশ, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকেও নোটিশ

অঙ্কিতা দত্ত প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এক বড় পরিকল্পনা রচনা করার অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসে রাজনৈতিক ঝড়ের সৃষ্টিকারী অঙ্কিত দত্ত প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সরাসরি দোষারোপ করলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেছেন এই সম্পূর্ণ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এক বড় গেইমপ্ল্যান রয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার সময় অঙ্কিতা দত্তকে কংগ্রেস থেকে নিলম্বন করা হয়েছে বলেও জানালেন তিনি। কিন্তু বিধায়কের এই তথ্যকে খারিজ করে উল্টো তাকে শোকজ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা।

গত ছয় মাস ধরে যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস ভদ্রভাতি ব্যাংকাটা তাকে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। তবে যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করার পর অসম যুব কংগ্রেস সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে শুধুমাত্র শোকজ নোটিশ জারি করা নয় তাকে দল থেকে নিলম্বন করা হয়েছে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি এই কথা ঘোষণা করার পরেই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম অঙ্কিতা দত্তের নিলম্বন নিয়ে ব্রেকিং নিউজ প্রচারিত করা পরিলক্ষিত হয়েছে।

অবশেষে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি সংবাদ মাধ্যমে নিজের একটি অডিও বার্তা প্রেরণ করে বলেন অঙ্কিতা দত্তকে শোকজ নোটিশ জারি করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবে অঙ্কিতা দত্ত জবাব দিয়েছেন এবং সেটা অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এখনো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফে কোনো ধরনের নির্দেশ আসেনি। ফলে অঙ্কিতা দত্তকে দল থেকে নিলম্বন করা খবরটি ভুল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন। ফলে এবার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে দলের তরফে শোকজ নোটিশ জারি করা হবে বলে ঘোষণা করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা।

তবে অঙ্কিতা দত্ত প্রসঙ্গে যাবতীয় দোষ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘাড়ে চাপিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন এটা সম্পূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীর গেইমপ্ল্যান। আসন্ন কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি এই চক্রান্ত রচনা করেছে। যেহেতু যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভি একজন কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা, ফলে তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এক ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে। আসন্ন কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের কথা জানতে পেরে বিজেপি এই চক্রান্ত সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন এর আগেও বহুবার দেশের বিভিন্ন কংগ্রেস নেতাকে অসম পুলিশ গ্রেফতার করার নজির রয়েছে। গুজরাটের কংগ্রেস বিধায়ক জিগ্নেশ মেবানীকে গ্রেফতার করে অসমে আনা হয়েছিল। এমনকি কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেড়াকেও গ্রেফতার করার প্রয়াস করেছিল অসম পুলিশ। কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে অসমে কেন মামলা রজ্জু করা হয় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক বলেন দেশের যাবতীয় বাজে কাজগুলো অসম থেকেই করে বিজেপি। অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরা এক্ষেত্রে কোন কিছু না করলেও শুধুমাত্র অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপির নির্দেশ মেনে এই ধরনের বাজে কাজ করেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

সাবমেরিনে করে যেভাবে ইউরোপে কোকেন পাচার হচ্ছে

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানিরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে নানা বিচিত্র উপায়ে মাদক পাচার করে থাকে - এ নিয়ে নানা খবর অনেকেই পড়েছেন । কিন্তু এজন্য পাচারকারীরা নিজস্ব সাবমেরিন বানিয়ে হাজার হাজার মাইল সাগর পাড়ি দিচ্ছে - এমনটা খুব একটা শোনা যায় না। ইউরোপে এমনই একটি কোকেন বহনকারী সাবমেরিন প্রথম ধরা পড়ে ২০১৯ সালে। আমি এখন সেই সাবমেরিনটার ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি - যেটা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে কোকেনের চালান নিয়ে এসেছিল।

সাবমেরিনটা ২০ মিটার বা ৬৫ ফুট লম্বা, বানানো হয়েছে ফাইবারগ্লাস দিয়ে। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য যে ব্যাপারটা তা হলো এটা হোম মেড অর্থাৎ চোরাচালানিরা নিজেরাই এটি বানিয়েছে।

সাবমেরিনটার ওপরে উঠে আমি কোনমতে ম্যানহোলের মত ঢাকনাটা তুলে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরটা খুবই সংকীর্ণ, দম বন্ধ হয়ে আসে। আর যে প্রযুক্তিতে এটা বানানো হয়েছে তা একেবারেই আদিম।

কিন্তু এরই ভেতরে বসে তিনজন লোক ২৭টি দীর্ঘ দিন ও রাত কাটিয়েছে, পাড়ি দিয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর । সাবমেরিনটার ভেতরের দিকে দেয়ালে ফাটল ধরেছে। সেখান দিয়ে রোদ ঢোকার চেষ্টা করছে। সামনে একটা স্টিয়ারিং হুইল, প্রাথমিক স্তরের দু'চারটে ডায়াল, আর একটা মরচে পড়া চাবি - এখনো ইগনিশন হোলে ঢোকানো।

দেখেই বোঝা যায়, এই সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন হবার জন্য আসা একজনের কেন এটাকে একটা 'মৃত্যু ফাঁদ' বলে মনে হয়েছিল। সাবমেরিনটার ইঞ্জিন বসানো হয়েছে পেছন দিকে । পুরো যাত্রার জন্য এতে ভরা হয়েছিল ২০,০০০ লিটার জ্বালানি। নিশ্চিতভাবেই এটা চলার সময় ভেতরে থাকা লোকদের প্রচণ্ড তাপ ও শব্দ সহ্য করতে হতো। এর তিনজন ক্রুর মধ্যে ছিল ইকুয়েডরের দুজন - যারা পরস্পরের সম্পর্কীয় ভাই। আরেক জন একজন সাবেক স্প্যানিশ মুষ্টিযোদ্ধা।

তারা যাত্রা শুরু করে ব্রাজিলের দুর্গম নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের ভেতর থেকে, তার পর আমাজন নদী ধরে এগুতে থাকে।

খাবার হিসেবে তাদের সাথে ছিল এনার্জি বার, ক্যান ভর্তি সার্ডিন মাছ। টয়লেট বলতে ছিল প্লাস্টিক ব্যাগ।

তবে তাদের সাথে আসল মালপত্র বলতে ছিল প্রায় তিন টন কোকেন - যার মূল্য ১৫ কোটি ডলারেরও বেশি। গন্তব্য ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে - ইউরোপ। কিন্তু এই লাভজনক গোপন মিশন তারা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি। যাত্রা শুরু করেছিল তারা ২০১৯ সালের শেষ দিকে। কিন্তু তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল কয়েকটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যার মধ্যে ছিল যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ এজেন্সিও (এনসিএ)। গ্যালিসিয়ার উপকুলের কাছে তাদের সাবমেরিনটিতে সমস্যা দেখা দেয়। সেখানেই তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং কারাদণ্ড দেয়া হয়।

আটক করা এই সাবমেরিনটিকে এখন স্পেনের পুলিশের একটি 'ট্রফি' হিসেবে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়েছে। আভিলা শহরে স্প্যানিশ পুলিশ একাডেমির কার পার্কে সাধারণ লোকের দেখার জন্য এটিকে স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে এই সাবমেরিনটি একটি অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন - তা মোটেও নয়।

বরং এটি আসলে এক বাস্তবতারই প্রতীক। কারণ মাদক চোরাচালানিরা এখনো এ কাজে সাবমেরিন ব্যবহার করছে, এবং এ প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে।

গত মাসেই স্পেনের উপকুলে সেই গ্যালিসিয়া অঞ্চলেই আরেকটি মাদকবাহী সাবমেরিন ধরা পড়েছে।

মাদক পাচারকারীরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপে পৌঁছানোর জন্য গত ২০ বছর ধরে সাবমেরিন ব্যবহার করছে। কিন্তু এই মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই আমরা তাদের ধরতে পেরেছি - বলছিলেন আন্তোনিও মার্তিনেজ দুয়ার্তে, যিনি স্প্যানিশ ন্যাশনাল পুলিশের মাদক দমন সংক্রান্ত ব্রিগেডের চিফ কমিশনার।

এগুলোকে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন - স্বীকার করেন তিনি।

মনে করা হয়, ইউরোপ লক্ষ্য করে এরকম শত শত সাবমেরিন ছাড়া হয়েছে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউরোপ হচ্ছে কোকেনের সবচেয়ে বড় বাজার, এবং কোভিড মহামারির সময়কার মন্দা পার হয়ে এখন এই ব্যবসা হুহু করে বাড়ছে।

অনেকে বলেন, আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝ বরাবর ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং অ্যাজোরেসের আশপাশে নাকি কোকেনবাহী সাবমেরিনের একটি গণ কবরখানা তৈরি হয়েছে। কারণ সাবমেরিন থেকে কোকেন খালাস করার পর এ জায়গাটিতে তাদেরকে ইচ্ছে করেই সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

এরকম একটি সাবমেরিন যদি সফলভাবে কোথাও কোকেনের একটি চালান পৌঁছে দিতে পারে - তাহলে চোরাচালানিদের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া যে কারিগররা এই সাবমেরিনটি বানিয়েছে তাদের জন্যও এটি এক বিরাট সাফল্য।

এগুলো তৈরি হয় অত্যন্ত গোপনে, দক্ষিণ আমেরিকার কোন গভীর জঙ্গলের ভেতরে কোন কারখানায় ।

অধিকাংশ কারখানাই গায়ানা বা সুরিনামে অবস্থিত।

স্পেনের পুলিশের জন্য এসব সাবমেরিনের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে বিশ্বব্যাপি মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ।

দুটি সাবমেরিন আটক করাকে তারা বড় বিজয় হিসেবেই তুলে ধরছেন।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন বলছেন চিফ কমিশনার দুয়ার্তে - ইউরোপে এই প্রথমবারের মত আমরা দেড় টন কোকেন পেস্ট উদ্ধার করতে পেরেছি।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, ইউরোপের মাটিতে কাঁচা কোকা পেস্ট থেকে কোকেন তৈরির যে ল্যাব তারা আবিষ্কার করেছেন সেটি এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড়।

কিন্তু যে কোকেন তারা উদ্ধার করেছেন - তার তাৎপর্য শুধু এর বিরাট পরিমাণের মধ্যেই নিহিত নয়।

এই অপারেশনে আরো নিশ্চিত হয়েছে যে কলম্বিয়া আর মেক্সিকোর অপরাধীরা এখন স্পেনে সক্রিয় স্প্যানিশ অপরাধীচক্রগুলোর সাথে মিলে একযোগে কাজ করছে - বলেন চিফ কমিশনার দুয়ার্তে।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনের সময় ল্যাবে পাওয়া সামগ্রী স্থানীয় সাংবাদিকদের স্বচক্ষে দেখানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ ।

সংবাদ সম্মেলনের কক্ষটি কাঁচা কোকার গন্ধে ভরে যায় - যে গন্ধ অনেকটা ভিনেগারের মত।

সেখানে আরো ছিল রাসায়নিক পদার্থের ব্যারেল, মাইক্রোওয়েভ, হাইড্রলিক প্রেস ও ওজন মাপার যন্ত্র - এবং কোকা থেকে কোকেন তৈরির প্রক্রিয়াটিও দেখানো হয়। কক্ষটির আরেক কোণায় ছিল কয়েক ডজন বাদামি প্যাকেট। একেকটার আকৃতি একটা ইঁটের সমান তার ওপর সিল দেয়া সুপারম্যানের লোগো। চোরাচালানিরা এই প্রতীকটি ব্যবহার করে সম্ভবত তারা নিজেদের 'অপরাজেয়' মনে করে বলেই।

একজন অফিসার আমাকে বললেন, কোকেন আমদানিকারকরা এক একটি প্যাকেটের জন্য ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দাম দেয়। তার পর তারা এগুলো রাস্তায় বিক্রি করে কমপক্ষে দ্বিগুণ দামে।

গ্যালিসিয়া এলাকায় পন্টেভেডরা শহরে পুলিশ যে ল্যাবটি শনাক্ত করেছে - তারা প্রতিদিন ২০০ কিলো পরিমাণ ৯৫ বিশুদ্ধ কোকেন উৎপাদন করতে পারতো।

সাবমেরিন এবং ল্যাব থেকে মাদক চোরাচালানের জগতের ভেতরকার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

এটা এমন এক ব্যবসা যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

জাতিসংঘের মাদক সংক্রান্ত এজেন্সি বলছে, ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে কোকেন উৎপাদন এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে। এটা এক নতুন রেকর্ড এবং ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছরের বৃদ্ধির পরিমাণের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মাদকের সরবরাহ কী পরিমাণে বেড়েছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরে গেলে। এখানে ২০২২ সালে পুলিশ ১১০ টন কোকেন বাজেয়াপ্ত করেছে। এত বিপুল পরিমাণ কোকেন ধ্বংস করার মত যথেষ্টসংখ্যক ইনসিনারেটর বা চুল্লিও তাদের ছিল না।